প্রথম অধ্যায়

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

অ্যারিস্টটল হলেন বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ সালে থারেস উপকূলবর্তী স্টাগিরাস নামক এক গ্রিক উপনিবেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষার্থীরা যা জানবে–

- পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের ধারণা
- পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা
- পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণা
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি
- পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

পৌরনীতি ও নাগরিকতা : পৌরনীতিকে বলা হয় নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। বর্তমানে নাগরিকতার সাথে জড়িত সব বিষয় পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়। তাই পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের পরিসর ব্যাপক ও বিস্তৃত।

পরিবার : সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী–স্ত্রী ও তাদের সন্তানসন্ততি একত্রে বসবাস করাকে পরিবার বলে। মূলত পরিবার হলো স্নেহ, মায়া–মমতা, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

সমাজ : সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়। অর্থাৎ একদল লোক যখন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখনই সমাজ গঠিত হয়।

রাষ্ট্র : রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সকল মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। আমাদের এই পৃথিবীতে ছোট–বড় মিলিয়ে ২০০টি রাষ্ট্র আছে। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই আছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আরও আছে সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব। মূলত এগুলো ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **নাগরিকতার স্থানীয় বিষয় কোনটি?**
● পৌরসভা ⓚ আইনসভা
ⓖ কমনওয়েলথ ⓘ জাতিসংঘ

২. **রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য উপাদান কোনটি?**
● জনসমষ্টি ⓚ ভূখণ্ড ⓖ সরকার ⓘ সার্বভৌমত্ব

৩. **আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকট ঐশী মতবাদ বিপজ্জনক মনে হওয়ার কারণ, এখানে শাসক–**
i. তার কাজের জন্য একমাত্র বিধাতার নিকট দায়ী থাকেন
ii. নিজেই একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান অপরদিকে ধর্মীয় প্রধান
iii. নিজেকে স্রষ্টার প্রতিনিধি মনে করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নুরজাহান বেগম অবসর সময়ে বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন। এ কাজে তার ভালো লাভ হয়। জামিলা তার কাছে ঝুড়ি তৈরি করা শিখে নিজের পরিবারের ব্যবহারের জন্য ঝুড়ি তৈরি করেন।

৪. **নুরজাহান বেগমের কাজটি পরিবারের কোন ধরনের কাজ?**
ⓚ শিক্ষামূলক ⓚ বিনোদনমূলক ● অর্থনৈতিক ⓘ মনস্তাত্ত্বিক

৫. **নুরজাহান বেগমের কাজটির ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সর্বাধিক প্রযোজ্য?**
ⓚ শুধু নিজের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করে
ⓚ তার গ্রামের মানুষদের কর্মক্ষম করে তোলে
ⓖ বাঁশের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে
● আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বল প্রয়োগ ও ঐতিহাসিক মতবাদ

ক ও খ রাষ্ট্রের অবস্থান পাশাপাশি। 'ক' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্র 'গ' কে যুদ্ধে পরাজিত করে দখল করে নেয়। 'খ' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে কালক্রমে সকলে মিলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ক. দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন?
খ. রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কোনটি? ব্যাখ্যা কর।
গ. 'ক' রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ' রাষ্ট্রকে দখল করে নেওয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদকে সমর্থন করে তার ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পেছনে যে মতবাদের ধারণা রয়েছে সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ– বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন।

খ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক রয়েছে। একটি অভ্যন্তরীণ ও অপরটি বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আদেশ–নির্দেশ জারির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংস্থার ওপর কর্তৃত্ব করে। অন্যদিকে, বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখে।

গ 'ক' রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ' রাষ্ট্রকে দখল করে নেওয়ার ঘটনাটি রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে সমর্থন করে। বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি উলেরখযোগ্য মতবাদ। বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়েছে– সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বল প্রয়োগ করে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। অর্থাৎ দুর্বলদের পরাজিত করে নতুন রাষ্ট্র

গড়ে তোলে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্র 'গ' কে যুদ্ধে পরাজিত করে রাষ্ট্রটি দখল করে নেয় যা রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই 'ক' রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ' রাষ্ট্রকে দখল করে নেওয়ার ঘটনা রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের অন্তর্গত।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পেছনে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের ধারণা রয়েছে, যা রাষ্ট্র সৃষ্টির মতবাদগুলোর মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি কিংবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, 'খ' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে কালক্রমে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক মতবাদে মানবসমাজের বিবর্তনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে, 'খ' রাষ্ট্রের ৰেত্রেও 'কালক্রমে' শব্দটির দ্বারা বিবর্তনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ৰেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানের কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে। 'খ' রাষ্ট্রেও অর্থনৈতিক উপাদানের কার্যকারিতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যান্য মতবাদের মধ্যে ঐশী মতবাদকে বিপজ্জনক, অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমালোচনা করেছেন। বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে অযৌক্তিক, ভ্রান্ত ও মারাত্মক বলে সমালোচনা করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা। অপরদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সামাজিক চুক্তি মতবাদটিকে অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন, অবিশ্বাস্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মতবাদটিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের মধ্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাই এ মতবাদটিকেই যৌক্তিক ও অধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করা সঠিক সিদ্ধান্ত।

প্রশ্ন– ২ পরিবারের কার্যাবলি

পারভেজ দম্পতি দুজনেই কর্মজীবী হওয়ায় তাদের একমাত্র পুত্র রিপনকে ছোটবেলা থেকেই হোস্টেলে রেখে পড়াশুনা করান। ছুটিতে বাড়ি আসলেও তাদের ব্যস্ততার কারণে মা–বাবা রিপনকে বেশি সময় দিতে পারেন নাই। বেশির ভাগ সময় একা থাকাতে সে তার নিজের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা কারও সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না এবং অন্যের সুখ–দুঃখেও আনন্দ কিংবা কষ্ট পায় না। একদিন তিনি রমিজ সাহেবের বাসায় বেড়াতে গেলে তার ছেলে রবিন দরজা খুলেই সালাম দেয়। তাকে সম্মানের সাথে বসিয়ে বাবাকে ডেকে দেয় এবং নিজেই চা, নাস্তা নিয়ে আসে। পারভেজ তাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং নিজের ছেলেকে এভাবে গড়ে তুলতে পারেন নাই ভেবে মনে মনে কষ্ট পান।

ক. পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবার কত প্রকার?

খ. আত্মসংযমের শিক্ষা পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর।

গ. রিপনের মানসিক বিকাশ সমৃদ্ধ না হওয়ায় পরিবারের যে কাজটি ব্যাহত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. ছেলেমেয়েদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য জনাব রমিজের পরিবারের যে কাজটির ভূমিকা রয়েছে তার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবার দুই প্রকার।

খ আত্মসংযমের শিক্ষা পরিবারের রাজনৈতিক কাজ। পরিবারের যে সকল শিৰা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় কাজে লাগে সেগুলো পরিবারের রাজনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিৰা দ্বারা শিশু সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। তাই আত্মসংযমের শিৰা পরিবারের রাজনৈতিক কাজ।

গ রিপনের মানসিক বিকাশ সমৃদ্ধ না হওয়ায় পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ ব্যাহত হয়েছে। পরিবার মায়ামমতা, স্নেহ–ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। নিজের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে ভাগাভাগি করে প্রশান্তি লাভ করা যায়। তাছাড়া পরিবার থেকে শিশু উদারতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণগুলো শিৰা লাভ করে, যা তাদের মানসিক দিককে সমৃদ্ধ করে। আর এগুলো হচ্ছে পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ। কিন্তু রিপনের ৰেত্রে পরিবারের এ কাজটির ব্যত্যয় ঘটেছে। উদ্দীপকে বর্ণিত পারভেজ দম্পতির ব্যস্ততার কারণে রিপনকে বেশিরভাগ সময় একা থাকতে হয়। ফলে সে নিজের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা কারও সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না এবং অন্যের সুখ–দুঃখেও আনন্দ কিংবা কষ্ট পায় না। রিপনের এ মানসিক অসংগতি পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ ব্যাহত হওয়াকেই নির্দেশ করে।

ঘ ছেলেমেয়েদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য জনাব রমিজের পরিবারের শিৰামূলক কাজটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বে একজন শিশু পরিবারের মাধ্যমে শিৰায় হাতেখড়ি লাভ করে। মা–বাবা ও ভাই–বোনদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির শিৰা লাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পরিবারে শিশুদের প্রাথমিক শিৰা শুরু হয় বলে পরিবারকে শিশুর শাশ্বত বিদ্যালয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। জনাব পারভেজ জনাব রমিজের বাসায় বেড়াতে গেলে তার ছেলে রবিন তাকে সালাম দেয়। তাকে সম্মানের সাথে বসতে দেয়। চা, নাস্তা এনে দেয়। এ কাজগুলোর মাধ্যমে রবিনের শিষ্টাচারিতার পরিচয় পাওয়া যায়, যা সে পরিবারের শিৰামূলক কাজের মাধ্যমে অর্জন করেছে। একজন সন্তানের জীবনে পরিবারের শিৰামূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ পরিবারেই একটি শিশু বর্ণমালার সাথে পরিচিত হয়। তাছাড়া মা–বাবা ও ভাই–বোনদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলো লাভের প্রথম সুযোগ ঘটে পরিবারে। পরিবারের শিৰামূলক কাজের মাধ্যমে একটি শিশু ক্রমশ ব্যক্তিত্ববান ও সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, ছেলেমেয়েদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের শিৰামূলক কাজের কোনো বিকল্প নেই।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ কোনটি?** [স. বো. '১৬]
ক সামাজিক চুক্তি খ বল বা শক্তি প্রয়োগ
● ঐশী ঘ ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক

২. **বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবার কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত?** [স. বো. '১৬]
ক দুইটি ● তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

৩. **'আমিই রাষ্ট্র'– উক্তিটি কার?** [স. বো. '১৬]
ক রাণী ভিক্টোরিয়ার ● চতুর্দশ লুই
গ ষোড়শ লুই ঘ রাণী এলিজাবেথ

৪. **প্রাচীনকালে কোন দেশে 'নগররাষ্ট্র' ছিল?** [স. বো. '১৬]
ক যুক্তরাজ্যে ● গ্রিসে গ ফ্রান্সে ঘ ইতালিতে

৫. **পরিবারের কোন কাজ মানসিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করে?** [স. বো. '১৫]
ক জৈবিক কাজ খ শিক্ষামূলক কাজ
● মনস্তাত্ত্বিক কাজ ঘ বিনোদনমূলক কাজ

৬. **"মানুষ স্বভাবগত সামাজিক জীব, যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা।"– উক্তিটি কার?** [স. বো. '১৫]
ক অপেনহেম ● অ্যারিস্টটল গ লাস্কি ঘ গেটেল

৭. **সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা কারা?** [স. বো. '১৫]
ক সক্রেটিস, পেরটো, অ্যারিস্টটল
খ ম্যাকাইভার, লর্ড ব্রাইস, অগাস্টিন
● হব্‌স, জন লক, রুশো
ঘ মার্কস, লেনিন, মাওসেতুং

৮. **পৌরনীতি কী ধরনের বিজ্ঞান?** [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
● নাগরিকতা বিষয়ক খ রাষ্ট্র গ অর্থ ঘ নৃ বিজ্ঞান

৯. **পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?** [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক Civis খ Civitas ● Civics ঘ Civiass

১০. **'সিভিক্স' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে?** [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
ক ইংরেজি ● ল্যাটিন গ ফরাসি ঘ জার্মান

১১. **'সিভিটাস' (Civitas) শব্দের অর্থ কী?**
[দি বার্ডস রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মৌলভীবাজার]
ক নাগরিক ● নগর–রাষ্ট্র গ অঞ্চল ঘ সরকার

১২. **বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পৌরনীতিকে কয়টি অর্থে আলোচনা করা হয়?**
[আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● দুই খ চার গ পাঁচ ঘ সাত

১৩. **সংকীর্ণ অর্থে পৌরনীতির বিষয়বস্তু কোনটি?**
[নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ● অধিকার ও কর্তব্য
গ আন্তর্জাতিক বিষয় ঘ সামাজিক প্রতিষ্ঠান

১৪. **নিচের কোনটি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত?**
[লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● সঠিক সময়ে কর প্রদান খ পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থা করা
গ কৃষি জমিতে ফসল ফলানো ঘ কুটিরশিল্প স্থাপন করা

১৫. **নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কোনটি গড়ে উঠেছে?**
[সফিউদ্দীন সরকারি একাডেমি এন্ড কলেজ, টঙ্গী]
● সমাজ খ দেশ গ সভ্যতা ঘ রাষ্ট্র

১৬. **সরকারের বিভাগ কয়টি?** [শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৭. **কোনটির মাধ্যমে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করে?**
[বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা]
ক জনগণ খ সরকার
গ অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব ● বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮. **পৌরনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হলো–** [স. বো. '১৬]
i. নাগরিক ও নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়
ii. অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা
iii. পরিবার, সমাজ ও প্রশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii ● i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. **পৌরনীতি আলোচনা করে–** [দি বার্ডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
i. পরিবারের শ্রেণিবিভাগ ও কাজ
ii. মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস
iii. সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০. **প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক হতে পারত না–** [সরকারি বালিকা বিদ্যালয় পটুয়াখালী]
i. বিদেশিরা ii. মহিলারা
iii. দাসরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১. **বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কারণ–**
[হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয় চাঁদপুর]
i. নাগরিক জীবনকে উন্নত করা
ii. নাগরিক জীবনকে সমৃদ্ধ করা
iii. নাগরিকদের কর্তব্য পালনে বাধ্য করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. **স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হলো–**
[শাহজালাল জমেয়া ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
i. ইউনিয়ন পরিষদ ii. পৌরসভা
iii. শাসন বিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. **মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পরিচিত হয়–**[সাতবীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. মায়ের বংশ পরিচয়ে ii. গারো উপজাতি নামে
iii. মারমা উপজাতি নামে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. **পরিবারের শিশুদের মানসিক দিক সমৃদ্ধ করে–** [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. উদারতা ii. সহনশীলতা
iii. সহমর্মিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫. **ঐতিহাসিক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়–**
[বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা]
i. যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে ii. রক্তের বন্ধনে
iii. চুক্তির মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা
➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬. **কোনটি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান?** (জ্ঞান)
● পৌরনীতি খ অর্থনীতি গ সমাজবিজ্ঞান ঘ ইতিহাস

২৭. **কোনটি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?** (অনুধাবন)

ক নীতিবিদ্যা খ যুক্তিবিদ্যা গ ইতিহাস ● পৌরনীতি

➲ পৌরনীতি ও নাগরিকতা : পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের পরিসর বা বিষয়বস্তু ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১ ও ২

At a Glance

- পৌরনীতির ইংরেজি শব্দ হলো– Civics.
- Civis এবং civitas শব্দের অর্থ হলো– নাগরিক ও নগররাষ্ট্র।
- প্রাচীন গ্রিসে নাগরিকের মর্যাদাকে বলা হতো– নাগরিকতা।
- প্রাচীন গ্রিসে ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠত– নগররাষ্ট্র।
- পৌরনীতি ও নাগরিকতার প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা।
- নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে– বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
- মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য, সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়– পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের কোন বিষয়টির ধারণা থাকা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
● পৌরনীতি খ জীববিজ্ঞান গ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ঘ নৃবিজ্ঞান

২৯. 'সিভিস' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্র খ দেশ গ নগররাষ্ট্র ● নাগরিক

৩০. প্রাচীনকালে কোন দেশে নগররাষ্ট্র ছিল? (জ্ঞান)
ক ফ্রান্স খ ভারত গ যুক্তরাষ্ট্র ● গ্রিস

৩১. প্রাচীন গ্রিসে কোন বিষয়টি অবিচ্ছেদ্য ছিল? (জ্ঞান)
● নাগরিক ও নগররাষ্ট্র খ সরকার ও রাষ্ট্র
গ নাগরিক ও সরকার ঘ অঞ্চল ও নাগরিক

৩২. প্রাচীন গ্রিসে ছোট ছোট নগর নিয়ে কী গড়ে উঠত? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্র ● নগররাষ্ট্র গ গোষ্ঠী ঘ সমাজ

৩৩. প্রাচীন গ্রিসে যারা নগর রাষ্ট্রীয় কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করত তাদের কী বলা হতো? (জ্ঞান)
ক সরকার খ আমলা ● নাগরিক ঘ জনগণ

৩৪. প্রাচীনকালে কারা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করত? (জ্ঞান)
ক দাস খ মহিলা ● পুরুষ শ্রেণি ঘ বিদেশিরা

৩৫. প্রাচীন গ্রিসে কাদেরকে নাগরিক বলা হতো? (জ্ঞান)
ক নারীদের ● পুরুষদের গ দাসদের ঘ বৃদ্ধদের

৩৬. প্রাচীন গ্রিসে শুধু পুরুষশ্রেণিকে নাগরিক বলা হতো। এর কারণ হিসেবে নিচের কোনটি যৌক্তিক? (উচ্চতর দক্ষতা)
● পুরুষদের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া
খ পুরুষদের প্রকৃতিগতভাবে শক্তিশালী হওয়া
গ নারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অদক্ষ হওয়া
ঘ পুরুষ কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া

৩৭. বর্তমানে বাংলাদেশের আয়তন কত? (জ্ঞান)
ক ১,২৩,২৯০ বর্গকিলোমিটার খ ১,৪০,৫২০ বর্গকিলোমিটার
● ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার ঘ ১,৫৭,৪৮২ বর্গকিলোমিটার

৩৮. বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? (জ্ঞান)
● প্রায় ১৫ কোটি খ প্রায় ১৪ কোটি
গ প্রায় ১৩ কোটি ঘ প্রায় ১১ কোটি

৩৯. ১৭ বছর বয়সের সোহান বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ভোটদান করতে পারবে না। এর কারণ কী? (প্রয়োগ)
● সোহান অপ্রাপ্তবয়স্ক খ সোহান অযোগ্য
গ সোহান অশিক্ষিত ঘ সোহান অধিকার বঞ্চিত

৪০. কত বছর বয়সের ছেলে–মেয়েরা ভোট দেওয়ার অধিকার রাখে? (জ্ঞান)
ক ১৬ খ ১৭ ● ১৮ ঘ ২০

৪১. কাদের সকল রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ নেই? (জ্ঞান)
ক নাগরিকদের ● বিদেশিদের গ প্রবাসীদের ঘ বৃদ্ধদের

৪২. মূলত নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকের মর্যাদা খ রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য
গ রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঘ রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা

৪৩. ই.এম. হোয়াইট কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● রাষ্ট্রবিজ্ঞানী খ সমাজবিজ্ঞানী গ পদার্থবিজ্ঞানী ঘ দার্শনিক

৪৪. 'পৌরনীতি হলো জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে' – উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক টমাস হবস খ জন লক
● ই.এম. হোয়াইট ঘ জ্যাক রুশো

৪৫. আদর্শ নাগরিক জীবন সম্বন্ধে কোন শাস্ত্র জ্ঞান দান করে? (জ্ঞান)
● পৌরনীতি ও নাগরিকতা খ ভূগোল ও পরিবেশ
গ সমাজ ও রাজনীতি ঘ রাষ্ট্রনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

৪৬. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নিচের কোন কর্তব্যটি পালন করা উচিত? (অনুধাবন)
ক সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন করা ● রাষ্ট্রের সেবা করা
গ রাজনৈতিক দল গঠন করা ঘ নির্বাচনি প্রচারণা চালানো

৪৭. জুনায়েদ বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে তার কী করা প্রয়োজন? (প্রয়োগ)
ক সঠিকভাবে সরকার গঠন ● সততার সাথে ভোটদান
গ রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদান ঘ সরকারের গুণাগুণ প্রচার

৪৮. জিয়া সুনাগরিক হতে গিয়ে কিছু প্রতিবন্ধকতার শিকার হলো। এ অবস্থায় কোন বিষয়টি অধ্যয়ন করলে সে এ প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় জানতে পারবে? (প্রয়োগ)
● পৌরনীতি ও নাগরিকতা খ রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক মতবাদ
গ রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদ ঘ সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪৯. নিচের কোনটি পৌরনীতি ও নাগরিকতার আলোচ্য বিষয়? (জ্ঞান)
ক কৃষিব্যবস্থা খ অর্থব্যবস্থা ● জনমত ঘ পর্যটন শিল্প

৫০. 'সংবিধান' নিয়ে আলোচনা করে নিচের কোনটি? (জ্ঞান)
ক অর্থনীতি ● পৌরনীতি ও নাগরিকতা
গ সামাজিক বিজ্ঞান ঘ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

৫১. সিটি কর্পোরেশন কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? (জ্ঞান)
● স্থানীয় খ জাতীয় গ আন্তর্জাতিক ঘ সামষ্টিক

৫২. আমরা যেখানে বাস করি সেখানে আমাদেরকে নিয়ে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
● স্থানীয় খ জাতীয় গ আন্তর্জাতিক ঘ ব্যক্তিগত

৫৩. স্থানীয় সংস্থা কোনটি? (অনুধাবন)
● ইউনিয়ন পরিষদ খ আইন বিভাগ
গ জাতিসংঘ ঘ সার্ক

৫৪. নাগরিককে কেন্দ্র করে জাতীয় পর্যায়ে নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
ক পৌরসভা খ সিটি কর্পোরেশন
● বিচার বিভাগ ঘ জাতিসংঘ

৫৫. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান কোনটি? (জ্ঞান)
● কমনওয়েলথ খ পৌরসভা
গ বিচার বিভাগ ঘ শাসন বিভাগ

৫৬. নাগরিককে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
ক পৌরসভা খ বিচার বিভাগ
গ ইউনিয়ন পরিষদ ● জাতিসংঘ

৫৭. নাগরিকের সাথে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে কোনটি? (জ্ঞান)
● পৌরনীতি ও নাগরিকতা খ কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা
গ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঘ সামাজিক বিজ্ঞান

৫৮. কোন বিষয়টি ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে? (জ্ঞান)
ক সামাজিক বিজ্ঞান ● পৌরনীতি ও নাগরিকতা
গ নীতিবিদ্যা ঘ সমাজ ও অর্থব্যবস্থা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৯. রাষ্ট্রের নাগরিকদের যে ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হয়– (অনুধাবন)
i. সামাজিক ii. অর্থনৈতিক
iii. রাজনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬০. পৌরনীতি আলোচনা করে– (অনুধাবন)
i. নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে
ii. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে
iii. নাগরিকের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬১. পৌরনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু হলো– (অনুধাবন)
i. নাগরিকদের অতীত ii. নাগরিকদের বর্তমান
iii. নাগরিকদের ভবিষ্যৎ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬২. আধুনিক রাষ্ট্রের পৌরনীতি ও নাগরিকতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে যেটা পাওয়া যায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নাগরিকের অধিকার ii. নাগরিকের কর্তব্য
iii. নাগরিকের কার্যাবলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৩. একটি রাষ্ট্রের স্থানীয় সংস্থা– (অনুধাবন)
i. সিটি কর্পোরেশন ii. পৌরসভা
iii. কমনওয়েলথ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬৪. পৌরনীতি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে– (অনুধাবন)
i. নাগরিকের আচরণ ii. দেশের অর্থব্যবস্থা
iii. নাগরিকের কার্যাবলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬৫. নাগরিক হিসেবে আমরা– (অনুধাবন)
i. রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করি
ii. রাষ্ট্র পরিচালনা করি
iii. রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬৬. ১০ বছর বয়সের রফিক বাংলাদেশের নাগরিক। সে যে অধিকার ভোগ করতে পারবে না– (প্রয়োগ)
i. ভোট দান ii. নির্বাচিত হওয়া
iii. ভ্রমণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬৭. ব্যাপক অর্থে পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়– (অনুধাবন)
i. সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা
ii. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়
iii. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬৮. জাহিদ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে আগ্রহী। এজন্য তার করণীয়– (প্রয়োগ)
i. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা
ii. রাষ্ট্রের আইন মান্য করা iii. সন্তানদের শিক্ষিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৯. নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য গড়ে উঠেছে– (অনুধাবন)
i. পরিবার ও রাষ্ট্র ii. নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল
iii. বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭০. পৌরনীতি ও নাগরিকতা আলোচনা করে– (অনুধাবন)
i. সামাজিক মূল্যবোধ ii. বৈদেশিক বাণিজ্য
iii. স্বাধীনতা ও সাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭১. নাগরিককে কেন্দ্র করে জাতীয় পর্যায়ে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে– (অনুধাবন)
i. আইন বিভাগ ii. শাসন বিভাগ
iii. কমনওয়েলথ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭২. পৌরনীতি ও নাগরিকতা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে– (অনুধাবন)
i. গঠন ii. কার্যাবলি iii. অবদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাষা ইনস্টিটিউট' এ জার্মান ভাষার ওপর ছয় মাসের কোর্স করেছে। তার ইচ্ছা সে জার্মান ভাষা শিখে জার্মানির নাগরিকত্ব নিবে। কিন্তু সে জার্মানির নাগরিকত্ব সম্পর্কে কিছু জানে না।

৭৩. রাজুর সমস্যা সমাধানে কোন বিষয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ সমাজবিজ্ঞান ⓚ অর্থনীতি
● পৌরনীতি ও নাগরিকতা ⓖ সমাজকল্যাণ

৭৪. উক্ত বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে রাজু জানতে পারবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নাগরিকের সুবিধা-অসুবিধা ii. নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি
iii. নাগরিকদের আর্থসামাজিক অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জিওন বেনিস প্রাচীন গ্রিসের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে সবসময় সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন। তিনি নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের সব কাজ নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতেন। ফলে তিনি সুনাগরিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৭৫. জিওন বেনিসের সময় রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন ছিল? (প্রয়োগ)
ⓚ স্বৈরতান্ত্রিক ● নগররাষ্ট্রভিত্তিক
ⓖ গণতান্ত্রিক ⓖ সমাজতান্ত্রিক

৭৬. উক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দাসরা ii. বিদেশিরা iii. মহিলারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নাবিলা নবম শ্রেণির ছাত্রী। তার একটি পাঠ্য বিষয়ে নাগরিকদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এ বিষয়টি রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

৭৭. উদ্দীপকে নাবিলার কোন পাঠ্য বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ ইতিহাস ⓚ বাংলা
ⓖ ক্যারিয়ার ● পৌরনীতি ও নাগরিকতা

৭৮. উক্ত বিষয়টি দিক নির্দেশনা প্রদান করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অতীতে নাগরিকতা কীভাবে নির্ণয় করা হতো
ii. অতীতে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কেমন ছিল
iii. বর্তমানে নাগরিকের মর্যাদা কীরূ প
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পরিবার : পরিবারের শ্রেণিবিভাগ ও কার্যাবলি

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩ ও ৪

- সমাজ স্বীকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী–স্ত্রীর একত্রে বসবাস করাকে–পরিবার বলে।
- পরিবার হলো স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গঠিত–একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান।
- বংশগণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার দুটি হলো– পিতৃতান্ত্রিক ও

মাতৃতান্ত্রিক।

- পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবার হলো– একক ও যৌথ পরিবার।
- বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবার–তিন ধরনের।
- পরিবারের সন্তান জন্মদান ও লালনপালন করাকে– জৈবিক কাজ বলে।
- কুটিরশিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন–পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।
- পরিবারের মাধ্যমেই শুরব হয়– শিশুর রাজনৈতিক শিৰা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৯. সমাজস্বীকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী–স্ত্রী একত্রে বসবাস করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সমাজ ● পরিবার গ গোষ্ঠী ঘ সম্প্রদায়

৮০. 'সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে'– উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
● ম্যাকাইভার খ রুশো গ টমাস হবস ঘ জন লক

৮১. বাংলাদেশে সাধারণত কাদের নিয়ে পরিবার গড়ে ওঠে? (অনুধাবন)
ক শ্বশুর–শাশুড়ি, মামা–মামি, মামাতো ভাই–বোন
খ চাচাতো ভাই–বোন, ফুফাতো ভাই–বোন
গ দাদা–দাদি, নানা–নানি, খালা–খালু
● মা–বাবা, ভাই–বোন, চাচা–চাচি, দাদা–দাদি

৮২. পরিবার কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? (অনুধাবন)
● সামাজিক খ অর্থনৈতিক গ রাজনৈতিক ঘ ধর্মীয়

৮৩. বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরবষ ও মহিলা তাদের সন্তানাদি, পিতামাতা এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সমাজ ● পরিবার গ রাষ্ট্র ঘ সরকার

৮৪. কয়টি নীতির ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক দুই ● তিন গ চার ঘ পাঁচ

৮৫. বংশ গণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৮৬. শাকিল দশম শ্রেণিতে পড়ে। সে ছোটবেলা থেকে তার পিতার বংশপরিচয় বহন করছে। শাকিল কোন ধরনের পরিবারের সদস্য? (প্রয়োগ)
● পিতৃতান্ত্রিক খ মাতৃতান্ত্রিক গ একক ঘ যৌথ

৮৭. আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবার কোন ধরনের? (জ্ঞান)
● পিতৃতান্ত্রিক খ মাতৃতান্ত্রিক গ বহুপতি ঘ বহুপত্নীক

৮৮. পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে ছেলেমেয়েরা কার পরিচয়ে পরিচিত হয়? (জ্ঞান)
ক মাতার খ দাদার ● পিতার ঘ মামার

৮৯. নলিতার পরিবারের প্রধান তার মা। তার পরিবার কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
ক পিতৃতান্ত্রিক খ একক ● মাতৃতান্ত্রিক ঘ যৌথ

৯০. আমাদের দেশে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বিদ্যমান রয়েছে কাদের মধ্যে? (জ্ঞান)
ক মুসলমান খ হিন্দু ● গারো ঘ চাকমা

৯১. গারো পরিবারে কে নেতৃত্ব দেন? (জ্ঞান)
ক বাবা খ দাদা গ চাচা ● মা

৯২. পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৯৩. মা–বাবা ও ভাই–বোন নিয়ে গঠিত পরিবারকে কোন ধরনের পরিবার বলে? (জ্ঞান)
● একক খ যৌথ গ মাতৃতান্ত্রিক ঘ পিতৃতান্ত্রিক

৯৪. একক পরিবার কেমন হয়? (জ্ঞান)
● ছোট খ বড় গ কলহপূর্ণ ঘ বিশৃঙ্খল

৯৫. মাহফুজ স্ত্রী-সন্তানসহ তার মা–বাবাকে নিয়ে এক সাথে বাস করে। মাহফুজের পরিবারটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
ক একক ● যৌথ গ একপত্নীক ঘ বহুপত্নীক

৯৬. যৌথ পরিবার কোন ধরনের পরিবার? (অনুধাবন)
ক একক খ ছোট ● বড় ঘ মহৎ

৯৭. বর্তমানে কোন ধরনের পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে? (অনুধাবন)
● একক খ যৌথ গ মাতৃতান্ত্রিক ঘ বহুপতি

৯৮. কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টিতে কোন ধরনের পরিবার গঠিত হয়? (জ্ঞান)
● যৌথ খ বহুপতি গ বহুপত্নীক ঘ মাতৃতান্ত্রিক

৯৯. বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক দুই ● তিন গ চার ঘ পাঁচ

১০০. একপত্নীক পরিবারে একজন স্বামীর কয়জন স্ত্রী থাকে? (জ্ঞান)
● এক খ দুই গ তিন ঘ চার

১০১. কোন পরিবারে একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে? (জ্ঞান)
● বহুপত্নীক খ মাতৃতান্ত্রিক গ বহুপতি ঘ যৌথ

১০২. একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে কোন ধরনের পরিবারে? (জ্ঞান)
ক একপত্নীক খ যৌথ গ বহুপত্নীক ● বহুপতি

১০৩. সুইটি ও রফিক কয়েক বছর পূর্বে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। সম্প্রতি সুইটি রফিক ছাড়াও সুমন নামে একজন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের পরিবারটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
ক একপত্নীক খ বহুপত্নীক ● বহুপতি ঘ যৌথ

১০৪. বাংলাদেশে কোন ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না? (জ্ঞান)
ক বহুপত্নীক পরিবার খ পিতৃপ্রধান পরিবার
● বহুপতি পরিবার ঘ একক পরিবার

১০৫. সন্তানসন্ততি জন্মদান ও লালনপালন পরিবারের কোন ধরনের কাজ? (জ্ঞান)
● জৈবিক খ শিক্ষামূলক গ মনস্তাত্ত্বিক ঘ অবকাশমূলক

১০৬. আরিফ ও সালমা দুজন চাচাতো ভাইবোন। তারা উভয়ে সমাজ স্বীকৃত উপায়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো। এক্ষেত্রে তারা কী গঠন করল? (প্রয়োগ)
ক সমাজ খ রাষ্ট্র গ সমিতি ● পরিবার

১০৭. সোহেল ও শামিমা স্বামী–স্ত্রী। সম্প্রতি তারা একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছে এবং অত্যন্ত আদর–যত্ন দিয়ে লালনপালন করছে। তারা পরিবারের কোন কাজটি করছে? (প্রয়োগ)
ক শিক্ষামূলক খ অর্থনৈতিক গ বিনোদনমূলক ● জৈবিক

১০৮. মুমু তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদার মানসিকতার অধিকারী। মুমুকে এই মানসিকতার অধিকারী করা পরিবারের কোন ধরনের কাজ? (প্রয়োগ)
ক জৈবিক ● শিৰামূলক গ অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক

১০৯. মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানবিক গুণাবলি শিৰা লাভের প্রথম সুযোগ কোথায় সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান)
● পরিবারে খ বিদ্যালয়ে গ সমাজে ঘ রাষ্ট্রে

১১০. কোনটি পরিবারের শিৰামূলক কাজ? (জ্ঞান)
● শিশুকে শিষ্টাচার শেখানো খ স্কুল প্রতিষ্ঠা
গ টিভি দেখা ঘ গল্পগুজব করা

১১১. শিশুর শিক্ষার প্রথম ভিত্তি কী? (জ্ঞান)
ক সমাজ খ মাদরাসা ● পরিবার ঘ মক্তব

১১২. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক মা–বাবা বাস করায় ● শিশুর প্রাথমিক শিক্ষালয় হওয়ায়
গ শিশুর মাধ্যমিক শিক্ষালয় হওয়ায় ঘ পরিবার শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করায়

১১৩. জীবনের প্রথম পাঠশালা বলা হয় কোনটিকে? (জ্ঞান)
ক সমাজ খ রাষ্ট্র গ বিদ্যালয় ● পরিবার

১১৪. মৌলিক চাহিদা পূরণ পরিবারের কেমন কাজ? (জ্ঞান)
ক মনস্তাত্ত্বিক ● অর্থনৈতিক গ জৈবিক ঘ বিনোদনমূলক

১১৫. পরিবার তার সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিৰা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণ করে। এটি পরিবারের কোন ধরনের কাজ? (জ্ঞান)
ক জৈবিক খ শিৰামূলক ● অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক

১১৬. মামুন একটি কলেজে চাকরি করে এবং তার বাবা মাঠে কাজ করে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটায়। মামুনের পরিবার নিচের কোন কাজটি করে? (প্রয়োগ)
ক মনস্তাত্ত্বিক খ রাজনৈতিক ● অর্থনৈতিক ঘ শিক্ষামূলক

১১৭. পরিবারে সাধারণত মা–বাবা কী ধরনের ভূমিকা পালন করেন? (অনুধাবন)
ক শোষকের খ শাসকের ● অভিভাবকের ঘ পরিচালকের

১১৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে পরিবার কোন সুবিধাটি পাচ্ছে? (অনুধাবন)
● নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে
খ শিৰা–দীৰার মান বাড়ছে
গ সুনাগরিক হতে সাহায্য করছে
ঘ মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে

১১৯. আমরা পরিবারে কার আদেশ–নির্দেশ মান্য করি? (অনুধাবন)

ক পিতার খ মাতার ● অভিভাবকের ঘ সমাজপতির

১২০. পরিবার আমাদেরকে বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিৰা দেয়। এর ফলে আমরা কী হতে পারি? (উচ্চতর দৰতা)

● সুনাগরিক খ কর্মদৰ গ শিৰক ঘ আত্মনির্ভরশীল

১২১. কোনটি স্নেহ, মায়ামমতা ও সহযোগিতার দ্বারা গঠিত স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান? (জ্ঞান)

ক সমাজ ● পরিবার গ সম্প্রদায় ঘ ইউনিয়ন

১২২. পরিবারের রাজনৈতিক শিৰা পরবর্তীতে মানুষের কোন ৰেত্রে কাজে লাগে? (জ্ঞান)

ক ছাত্রজীবনে ● রাষ্ট্রীয় জীবনে
গ ধর্মীয় জীবনে ঘ কর্মজীবনে

১২৩. রাজিয়া খাতুন মায়ামমতা, স্নেহ–ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। এটি তার কোন ধরনের কাজ? (প্রয়োগ)

ক জৈবিক খ শিৰামূলক
● মনস্তাত্ত্বিক ঘ বিনোদনমূলক

১২৪. সুখে–দুঃখে, বিপদে–আপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো পরিবারের কোন ধরনের কাজ? (জ্ঞান)

● মনস্তাত্ত্বিক খ বিনোদনমূলক গ জৈবিক ঘ অর্থনৈতিক

১২৫. সাজিদের মন খারাপ হলে সে মা–বাবা, ভাই–বোনদের সাথে আলাপ–আলোচনা করে তার সমাধান করে। এটি পরিবারের কোন ধরনের কাজের আওতাভুক্ত? (প্রয়োগ)

ক জৈবিক খ শিৰামূলক ● মনস্তাত্ত্বিক ঘ বিনোদনমূলক

১২৬. রাসেলের পরিবারের সদস্য ৬ জন। তার পরিবারের সদস্যরা কোনো সমস্যায় পড়লে তারা একে অপরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করে। এটি পরিবারের কোন ধরনের কাজ? (প্রয়োগ)

ক বিনোদনমূলক ● মনস্তাত্ত্বিক
গ রাজনৈতিক ঘ জৈবিক

১২৭. রাজিব তার বোন সোনিয়াকে সহনশীলতার শিৰা দেয়। এটি পরিবারের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)

ক জৈবিক খ অর্থনৈতিক গ রাজনৈতিক ● মনস্তাত্ত্বিক

১২৮. শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য গল্পগুজব করা পরিবারের কোন ধরনের কাজ? (জ্ঞান)

ক শিক্ষামূলক খ অর্থনৈতিক গ রাজনৈতিক ● বিনোদনমূলক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৯. পরিবার বলা হয় না– (অনুধাবন)

i. একজন পুরুষকে ii. একজন মহিলাকে iii. চাচা–চাচিকে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩০. পরিবারের বহুবিধ কাজের মধ্যে প্রধান কাজগুলো হলো– (অনুধাবন)

i. আমদানি ও রপ্তানি
ii. কৃষিকাজ ও কুটির শিল্প
iii. অবকাশ যাপন ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩১. পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়– (অনুধাবন)

i. বংশ গণনা ও নেতৃত্ব অনুযায়ী
ii. পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী
iii. বৈবাহিক সূত্র অনুযায়ী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩২. বংশ গণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার হলো– (অনুধাবন)

i. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ii. যৌথ পরিবার
iii. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৩. পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবার হলো– (অনুধাবন)

i. একক পরিবার ii. একপত্নীক পরিবার
iii. যৌথ পরিবার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. যৌথ পরিবার যাদের নিয়ে গঠিত হয়– (অনুধাবন)

i. মা–বাবা ii. চাচা–চাচি
iii. ফুফা–ফুফু

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. বৈবাহিক সূত্র অনুযায়ী পরিবার হলো– (অনুধাবন)

i. একপত্নীক ii. বহুপত্নীক iii. বহুপতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৬. পরিবারের মাধ্যমে মানুষ যে শিক্ষা লাভ করে– (অনুধাবন)

i. উদারতা ii. সততা
iii. নিয়মানুবর্তিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৭. পরিবারের অর্থনৈতিক কাজের আওতাভুক্ত– (অনুধাবন)

i. মৎস্য চাষ ii. পশু পালন
iii. কুটিরশিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

১৩৮. পরিবারের বিনোদনের মাধ্যম – (অনুধাবন)

i. পড়াশোনা ii. গানবাজনা iii. হাসিঠাট্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৯. বাংলাদেশে রয়েছে– (অনুধাবন)

i. একক পরিবার ii. যৌথ পরিবার
iii. বহুপতি পরিবার

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. পরিবারের সদস্যদের জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে থাকে। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের জীবন– (উচ্চতর দৰতা)

i. সুন্দর হয় ii. বিলাসবহুল হয়
iii. নিরাপদ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪১. পরিবার সাধারণত যেসব কাজ করে– (অনুধাবন)

i. জৈবিক ii. শিৰামূলক
iii. অর্থনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪২. সুমী ও রাব্বি বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে একটি পরিবার গঠন করেছে। তাদের এ পরিবারটি সাধারণত যে ধরনের কাজ করবে– (প্রয়োগ)

i. রাজনৈতিক ii. মনস্তাত্ত্বিক
iii. বিনোদনমূলক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৩. পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের জায়গাগুলো অনেক ৰেত্রে পরিবর্তিত হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)

i. বিজ্ঞানের উন্নতি ii. পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তন
iii. প্রযুক্তির উন্নতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৪. শিশুর রাজনৈতিক শিৰা শুরু হয় যেভাবে– (অনুধাবন)

i. পরিবারের নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে
ii. পারিবারিক শিৰার মাধ্যমে
iii. রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৪৫. পরিবারের বিনোদনমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত– (অনুধাবন)

i. গানবাজনা ii. বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যাওয়া

iii. আলাপ–আলোচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৪৬. পরিবারে আমরা বিনোদন লাভ করি– (অনুধাবন)

i. গল্পগুজবের মাধ্যমে ii. হাসিঠাট্টার মাধ্যমে

iii. বেড়াতে যাওয়ার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৭ ও ১৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিলন তার বাবা–মা ও ভাই–বোনের সঙ্গে পরিবারে বসবাস করে। তার বাবার সিদ্ধান্তেই সকল কাজ হয়। কিন্তু তার বন্ধু সুবলের পরিবারে মা প্রধান কর্তা এবং তার মায়ের সিদ্ধান্তেই সকল কাজ হয়।

১৪৭. মিলন যে পরিবারে বাস করে সেটি কোন ধরনের পরিবার? (প্রয়োগ)

● পিতৃতান্ত্রিক ⓚ একপত্নীক ⓖ মাতৃতান্ত্রিক ⓘ বহুপত্নীক

১৪৮. মিলনের পরিবারে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পিতার দিক থেকে বংশ গণনা করা হয়

ii. পিতা পরিবারের নেতৃত্ব দেন

iii. মাতার দিক থেকে বংশ গণনা করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাকিবরা গ্রামের বাড়িতে বাবা–মা, ভাই–বোন, দাদা–দাদি, চাচা–চাচি, ফুফুসহ অনেকে একসঙ্গে বড় বাড়িতে বাস করত। তার বাবার ঢাকায় চাকরি হওয়াতে সে ও তার মা–বাবা, ভাই–বোন ঢাকায় এসে ছোট পরিবারে বাস করছে।

১৪৯. রাকিবরা গ্রামে যে পরিবারে বাস করত সেটি কী ধরনের পরিবার ছিল? (প্রয়োগ)

ⓚ বহুপত্নীক ⓚ পিতৃতান্ত্রিক ● যৌথ পরিবার ⓘ একক পরিবার

১৫০. রাকিবরা ঢাকায় এসে যে পরিবার গঠন করেছে তাকে কোন ধরনের পরিবার বলা হয়? (প্রয়োগ)

● একক ⓚ যৌথ ⓖ মাতৃতান্ত্রিক ⓘ পিতৃতান্ত্রিক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫১ ও ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনিকা দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার পরিবারে বাবা–মা, ভাই–বোন, চাচা–চাচি ও ফুফু বাস করে। অনিকার বান্ধবী সুইটি বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান। সুইটির বাবা–মা চাকরিজীবী। তাই সে মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতায় ভোগে।

১৫১. পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে সুইটির পরিবার কোন ধরনের? (প্রয়োগ)

● একক ⓚ একপত্নীক ⓖ বহুপত্নীক ⓘ যৌথ

১৫২. সুইটির মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পরিবারের মায়ামমতা ii. পরিবারের স্নেহ–ভালবাসা

iii. পরিবারের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৩ ও ১৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বকুলের দাদির দুই স্বামী আছে। এ পরিবারে বকুলের দাদির সিদ্ধান্তে সব কাজ হয়। কিন্তু বকুলের চাচা আরমান বিয়ের পর অন্য জায়গায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছেন। বকুলের বাবাও শহরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

১৫৩. আরমানের পরিবারটি কীরূপ? (প্রয়োগ)

ⓚ মাতৃতান্ত্রিক ⓚ বহুপত্নীক ● একক ⓘ যৌথ

১৫৪. বকুলের দাদির পরিবারটিকে বলা যায়– (প্রয়োগ)

i. বহুপতি পরিবার ii. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

iii. বহুপত্নীক পরিবার

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৫ ও ১৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সায়মা ও নাসির দুজনই চাকরিজীবী। তারা তাদের ৬ বছরের সন্তান মিমকে তার দাদির কাছে রেখে যান। কর্মব্যস্ত সায়মা ও নাসির তাদের ছুটির দিনগুলোতে চিত্তবিনোদনের জন্য মিমকে নিয়ে চিড়িয়াখানা, পার্ক, উদ্যান, স্টেডিয়ামে যান। ছুটির দিনগুলোতে মিম তার বাবা–মাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়। মিমের বাবা–মা তার সাথে গল্পের ছলে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়।

১৫৫. মিম তার বাবা-মায়ের সাথে চিড়িয়াখানা, পার্ক, উদ্যানে গিয়ে পরিবারের কোন কাজটি সম্পাদন করে? (প্রয়োগ)

ⓚ শিক্ষামূলক ⓚ মনস্তাত্ত্বিক ● বিনোদনমূলক ⓘ রাজনৈতিক

১৫৬. পরিবারের উক্ত কাজটির মাধ্যমে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় ii. উদারতা, সহনশীলতা শেখা যায়

iii. উচ্চশিক্ষিত হওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ সমাজ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৫

At a Glance

- কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বলে–সমাজ।
- সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য– দুইটি।
- সমাজ গড়ে ওঠে–মানুষকে নিয়ে।
- মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে– সমাজে।
- সভ্য জীবনের আদর্শ স্থান হলো– সমাজ।
- "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব, যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু, না হয় দেবতা" বলেছেন– গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল।
- মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করে– সমাজে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৭. হালিম তার এলাকার মানুষকে নিয়ে কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হলো। হালিম কোন কাজটি করল? (প্রয়োগ)

ⓚ পরিবার গঠন ⓚ রাষ্ট্র গঠন ● সমাজ গঠন ⓘ ধর্ম প্রচার

১৫৮. সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়টি? (জ্ঞান)

● ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

১৫৯. মানুষের সাথে সমাজের সম্পর্ক কেমন? (অনুধাবন)

ⓚ উদারনৈতিক ● অবিচ্ছেদ্য

ⓖ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ⓘ বিপরীতমুখী

১৬০. সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান কোনটি? (জ্ঞান)

ⓚ পরিবার ⓚ রাষ্ট্র ● সমাজ ⓘ গ্রাম

১৬১. অ্যারিস্টটল কোন দেশের দার্শনিক ছিলেন? (জ্ঞান)

ⓚ চীন ● গ্রিস ⓖ রাশিয়া ⓘ জার্মানি

১৬২. 'মানুষ স্বভাবগত সামাজিক জীব, যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু, না হয় দেবতা'– উক্তিটি কার? (জ্ঞান)

ⓚ ই. এম. হোয়াইট ● অ্যারিস্টটল

ⓖ ম্যাকাইভার ⓘ পেরটো

১৬৩. মানুষ সমাজ গড়ে তোলে কেন? (অনুধাবন)

● নিজের প্রয়োজনে ⓚ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে

ⓖ সরকারের প্রয়োজনে ⓘ অন্যের প্রয়োজনে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৪. সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)

i. বহুলোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস

ii. সংঘবদ্ধতার পেছনে থাকবে সাধারণ উদ্দেশ্য

iii. বিত্তশালীদের নেতৃত্বে পরিচালিত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৬৫. সামসুল আলম সমাজের একজন সদস্য। তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকবে– (প্রয়োগ)

i. ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা

ii. ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া iii. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ রাষ্ট্র : রাষ্ট্রের উৎপত্তি ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫ ও ৬

At a Glance

- রাষ্ট্র হলো– একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
- পৃথিবীতে ছোট বড় মিলিয়ে মোট রাষ্ট্র আছে– ২০০টি।
- রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদান– ৪টি।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ রয়েছে– চারটি।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরোনো মতবাদ হলো– ঐশি মতবাদ।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তক হলেন– টমাস হবস, জন লক ও জ্যাঁ জ্যাক রবশো।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ বসবাস করত– প্রকৃতির রাজ্যে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৬. রাষ্ট্র কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? (জ্ঞান)
ক সামাজিক খ অর্থনৈতিক গ ধর্মীয় ● রাজনৈতিক

১৬৭. বর্তমান পৃথিবীতে কতটি রাষ্ট্র আছে? (জ্ঞান)
ক ১৯২ খ ১৯৫ গ ১৯৬ ● ২০০

১৬৮. 'সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত, স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে'– উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
● অধ্যাপক গার্নার খ ই. এম. হোয়াইট
গ পেরটো ঘ অ্যারিস্টটল

১৬৯. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? (জ্ঞান)
● ৪ খ ৫ গ ৭ ঘ ১০

১৭০. রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনগোষ্ঠীর আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নির্দিষ্ট হবে ● স্থায়ী হবে
গ জাতিগোষ্ঠী হবে ঘ সমভাষী হবে

১৭১. ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা কত? (জ্ঞান)
ক প্রায় ৯০ কোটির বেশি খ ১০০ কোটির কম
● প্রায় ১২১ কোটি ঘ ১৩২ কোটি

১৭২. ব্রুনাইয়ের জনসংখ্যা কত? (জ্ঞান)
ক প্রায় এক লক্ষ ● প্রায় দুই লক্ষ
গ প্রায় তিন লক্ষ ঘ প্রায় চার লক্ষ

১৭৩. 'একটি রাষ্ট্রের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়'– মতটি কাদের? (জ্ঞান)
ক অর্থনীতিবিদদের ● রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের
গ নৃবিজ্ঞানীদের ঘ সমাজবিজ্ঞানীদের

১৭৪. রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিচের কোনটি আবশ্যক? (জ্ঞান)
ক পর্যাপ্ত সৈন্য ● নির্দিষ্ট ভূখণ্ড
গ পর্যাপ্ত অর্থ ঘ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান

১৭৫. রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি? (জ্ঞান)
● সরকার খ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘ শিল্প প্রতিষ্ঠান

১৭৬. রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি কার মাধ্যমে পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
● সরকারের খ রাষ্ট্রপতির গ প্রধানমন্ত্রীর ঘ বিচারপতির

১৭৭. রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ কেমন? (অনুধাবন)
ক অপরিবর্তনীয় ● ভিন্ন ভিন্ন গ অভিন্ন ঘ এক ও অভিন্ন

১৭৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ক সংসদীয় খ সমাজতান্ত্রিক
গ এককেন্দ্রিক ● রাষ্ট্রপতি শাসিত

১৭৯. রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি কীসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক জনগণ খ মন্ত্রী ● সরকার ঘ ইউনিয়ন

১৮০. সার্বভৌমত্বের দিক কয়টি? (জ্ঞান)
ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

১৮১. কোন সার্বভৌমত্বের সাহায্যে রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আদেশ–নির্দেশ জারির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংস্থার ওপর কর্তৃত্ব করে? (জ্ঞান)
ক ব্যক্তিগত খ সমন্বিত ● অভ্যন্তরীণ ঘ বাহ্যিক

১৮২. রাষ্ট্রের উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য মতবাদ কতটি? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩ ● ৪ ঘ ৫

১৮৩. রাষ্ট্র সৃষ্টির সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ কোনটি? (জ্ঞান)
● ঐশী খ বলপ্রয়োগ
গ সামাজিক চুক্তি ঘ ঐতিহাসিক

১৮৪. সুমন মনে করে স্রষ্টা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। সুমনের এই মন্তব্যটির সাথে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত কোন মতবাদের মিল আছে? (প্রয়োগ)
● ঐশী খ বলপ্রয়োগ
গ সামাজিক চুক্তি ঘ ঐতিহাসিক

১৮৫. ঐশী মতবাদ অনুযায়ী স্রষ্টা শাসক প্রেরণ করেছেন কেন? (অনুধাবন)
ক ধর্ম পালন করার জন্য ● সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য
গ দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য ঘ যুদ্ধবিগ্রহ নির্মূলের জন্য

১৮৬. রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদ অনুযায়ী শাসক তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টার নিকট দায়ী? (জ্ঞান)
● ঐশী খ ঐতিহাসিক গ সামাজিক চুক্তি ঘ বলপ্রয়োগ

১৮৭. ঐশী মতবাদ অনুযায়ী শাসকের আদেশ অমান্য করার অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক প্রজাদের আদেশ অমান্য করা খ সৈন্যদের আদেশ অমান্য করা
● বিধাতার আদেশ অমান্য করা ঘ রানির আদেশ অমান্য করা

১৮৮. 'শাসক একাধারে শাসক ও ধর্মীয় প্রধান'– এ কথাটি কোন মতবাদের? (জ্ঞান)
● ঐশী খ বলপ্রয়োগ গ সামাজিক চুক্তি ঘ ঐতিহাসিক

১৮৯. ঐশী মতবাদ অনুযায়ী যেখানে জনগণের নিকট শাসক দায়ী থাকে না সেখানে কী সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান)
ক গণতান্ত্রিক শাসন ● স্বৈরশাসন
গ নিয়মতান্ত্রিক শাসন ঘ দ্বৈতশাসন

১৯০. 'বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে।'– এটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত কোন মতবাদের মূলকথা? (জ্ঞান)
ক ঐশী খ ঐতিহাসিক গ সামাজিক চুক্তি ● বলপ্রয়োগ

১৯১. 'সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে'– এটি কোন মতবাদে বলা হয়েছে? (জ্ঞান)
● বলপ্রয়োগ খ সামাজিক চুক্তি গ ঐশী ঘ ঐতিহাসিক

১৯২. বলপ্রয়োগ মতবাদকে সমালোচকরা কী বলে আখ্যায়িত করেছেন? (জ্ঞান)
● ভ্রান্ত খ সমৃদ্ধ গ যুক্তিযুক্ত ঘ অসম্পূর্ণ

১৯৩. সমালোচকদের কাছে অযৌক্তিক, ভ্রান্ত, ক্ষতিকর বলে আখ্যা পায় কোন মতবাদ? (জ্ঞান)
ক ঐশী ● বলপ্রয়োগ গ সামাজিক চুক্তি ঘ ঐতিহাসিক

১৯৪. বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুসারে কীসের জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে? (জ্ঞান)
● শক্তি খ অর্থ গ আলোচনা ঘ চুক্তি

১৯৫. 'সমাজে বসবাসকারী জনগণের পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে'– এটি কোন মতবাদের মূলকথা? (জ্ঞান)
ক ঐশী খ বলপ্রয়োগ
● সামাজিক চুক্তি ঘ ঐতিহাসিক

১৯৬. টমাস হবস্ কোন দেশের দার্শনিক? (জ্ঞান)
● ব্রিটেন খ ফরাসি গ ভারতীয় ঘ জার্মানি

১৯৭. নিচের কোন ব্যক্তি সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রবর্তক? (জ্ঞান)
● হবস খ অ্যারিস্টটল গ মার্কস ঘ প্লেটো

১৯৮. সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থক কে? (জ্ঞান)
● জন লক খ অধ্যাপক লাস্কি গ ম্যাকাইভার ঘ টি. এইচ. গ্রিন

১৯৯. জ্যাঁ জ্যাক রবশো কোন দেশি দার্শনিক? (জ্ঞান)
ক জার্মানি ● ফরাসি গ আফ্রিকান ঘ আমেরিকান

২০০. সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রবর্তক কে? (জ্ঞান)
ক অ্যারিস্টটল খ পেরটো
গ ই. এম. হোয়াইট ● জ্যাঁ জ্যাক রবশো

২০১. সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ কোথায় বাস করত? (জ্ঞান)
● প্রকৃতির রাজ্যে খ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে
গ পাহাড়ি অঞ্চলে ঘ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে

২০২. সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলাফল কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়
খ শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়

ⓖ যুদ্ধ–বিগ্রহ দেখা দেয় ⓘ আবাসন সমস্যা দেখা দেয়

২০৩. রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এটি কোন মতবাদের মূল বক্তব্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ঐতিহাসিক ⓚ সামাজিক চুক্তি
ⓖ শক্তি প্রয়োগ ⓘ ঐশী

২০৪. 'রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র'– এটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন মতবাদের ধারণা? (জ্ঞান)
ⓚ সামাজিক চুক্তি ⓚ বলপ্রয়োগ
ⓖ ঐশী ● ঐতিহাসিক

২০৫. কোনটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির গ্রহণযোগ্য মতবাদ? (জ্ঞান)
ⓚ বলপ্রয়োগ ⓚ সামাজিক চুক্তি ⓖ ঐশী ● বিবর্তনমূলক

২০৬. ঐতিহাসিক মতবাদ অনুসারে বর্তমানের রাষ্ট্র– (অনুধাবন)
● বহু যুগের বিবর্তনের ফল ⓚ বহু যুগের বঞ্চনার ফল
ⓖ বহু যুগের উন্নতির ফল ⓘ বহু যুগের সাধনার ফল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৭. একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)
i. স্থলভাগ ii. জলভাগ iii. আকাশসীমা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৮. প্রতিটি রাষ্ট্রের আছে– (অনুধাবন)
i. জনসমষ্টি ii. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড
iii. সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৯. বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনে বড় রাষ্ট্র– (অনুধাবন)
i. গণচীন ii. ভারত iii. কানাডা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১০. সরকার যে বিভাগের মাধ্যমে গঠিত– (অনুধাবন)
i. আইন ii. বিচার iii. শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১১. ঐশী মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– (অনুধাবন)
i. রাষ্ট্র স্রষ্টার সৃষ্টি ii. শাসক স্রষ্টার প্রতিনিধি
iii. শাসক ধর্মীয় প্রধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১২. সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল– (অনুধাবন)
i. শান্তিপ্রিয় ii. স্বার্থপর
iii. আত্মকেন্দ্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৩. সমালোচকরা বলপ্রয়োগ মতবাদকে আখ্যায়িত করেছেন– (অনুধাবন)
i. অযৌক্তিক বলে ii. সঠিক বলে
iii. বতিকর বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৪. বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে– (অনুধাবন)
i. অপরাধীকে মুক্তি দিয়ে ii. অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে
iii. নিরপরাধীকে মুক্তি দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৫. সরকার বলতে সে জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা– (অনুধাবন)
i. আইন প্রণয়ন করে ii. শাসন পরিচালনা করে
iii. যুদ্ধ–বিগ্রহ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৬. পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রফল বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বড়। এরকম দেশ হলো– (প্রয়োগ)
i. গণচীন ii. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
iii. কানাডা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যেসব বিষয় পরীক্ষানীরিক্ষা করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদ প্রদান করেছেন– (অনুধাবন)
i. অতীত ইতিহাস ii. জনগণের মতামত
iii. রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৮. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐশী মতবাদকে যা বলে সমালোচনা করেছেন– (অনুধাবন)
i. বিপজ্জনক ii. অগণতান্ত্রিক
iii. অযৌক্তিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৯. সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ– (অনুধাবন)
i. প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলত
ii. প্রাকৃতিক সুযোগ–সুবিধা ভোগ করত
iii. যুদ্ধ–বিগ্রহে লিপ্ত থাকত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২০. প্রকৃতির রাজ্যে আইন অমান্য করলে শাস্তি দেয়ার কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না। ফলে সামাজিক জীবনে যে প্রভাব পড়ে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ii. দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার চলে
iii. মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২১. রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে কার্যকর উপাদান হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. যুদ্ধবিগ্রহ ii. অর্থনৈতিক চেতনা
iii. রক্তের বন্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২২. তমালিকা সরকার রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটি মতবাদ ব্যাখ্যা করে বললেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। তার ব্যাখ্যাটি– (অনুধাবন)
i. সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রারম্ভিক কথা
ii. শাস্তির প্রকৃতির বিধান সম্পর্কিত
iii. কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতির প্রমাণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৩ ও ২২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে জাহিদ মনে করে, স্বয়ং স্রষ্টা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। হাসিব বলে, রাষ্ট্র সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। রিংকু বলে, রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। আমির ভিন্ন মত পোষণ করে বলে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে।

২২৩. জাহিদের বক্তব্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
● ঐশী ⓚ বলপ্রয়োগ ⓖ ঐতিহাসিক ⓘ সামাজিক চুক্তি

২২৪. উদ্দীপকে যাদের বক্তব্য রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদকে ইঙ্গিত করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রিংকু ii. আমির
iii. হাসিব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ সরকারের ধারণা : রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক
➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৮

At a Glance

- রাষ্ট্র গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো– সরকার।
- সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়– রাষ্ট্র।
- রাষ্ট্র একটি– বিমূর্ত ধারণা।
- রাষ্ট্র একটি– স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।
- রাষ্ট্র গঠিত হয়– দেশের সব জনগণ নিয়ে।
- সরকার– একটি মূর্ত ধারণা।
- সরকার গঠিত হয়– আইন, শাসন ও বিচার বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিয়ে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৫. রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার কয় ধরনের কাজ সম্পাদন করে? (জ্ঞান)
ক দুই ● তিন গ চার ঘ পাঁচ

২২৬. শাসন বিভাগ কী ধরনের কাজ করে? (জ্ঞান)
● আইন প্রয়োগ খ আইন তৈরি
গ আইন সংশোধন ঘ আইন প্রণয়ন

২২৭. সরকার রাষ্ট্রে আবশ্যকরূপে কোন ধরনের কাজের সাথে জড়িত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ভোট প্রদান খ সৌন্দর্য বর্ধন
● বিচার প্রতিষ্ঠা ঘ উন্নয়ন সাধন

২২৮. আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ কীভাবে সরকার গঠন করে? (অনুধাবন)
ক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে খ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে
● নির্বাচনের মাধ্যমে ঘ ঐশী নির্দেশের মাধ্যমে

২২৯. কোন কালে রাষ্ট্র ও সরকার সমার্থক ছিল? (জ্ঞান)
● প্রাচীন খ আধুনিক গ খ্রিষ্টপূর্ব ঘ খ্রিষ্টের সময়

২৩০. চতুর্দশ লুই কোন দেশের অধিবাসী? (জ্ঞান)
● ফ্রান্স খ চীন গ জার্মানি ঘ রাশিয়া

২৩১. 'আমিই রাষ্ট্র' উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক অ্যারিস্টটল ● ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই
গ অধ্যাপক গার্নার ঘ হবস

২৩২. সরকার পরিবর্তিত হয় কেন? (অনুধাবন)
● রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য
খ রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক কাজ পরিচালনার জন্য
গ জনগণের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য
ঘ জনগণকে স্থায়ী আবাসন দেয়ার জন্য

২৩৩. বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ক স্বৈরতান্ত্রিক ● সংসদীয়
গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ ধনতান্ত্রিক

২৩৪. সুমন তার এলাকার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং এলাকার প্রধান। তার মাধ্যমে এলাকার সার্বভৌম ক্ষমতা বাস্তবায়িত হয়। তিনি কোনটির ভূমিকা পালন করেন? (প্রয়োগ)
ক জনগণের খ সমাজের ● সরকারের ঘ পরিবারের

২৩৫. কীসের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বাস্তবায়িত হয়? (জ্ঞান)
ক জনগণ ● সরকার গ সৈন্যবাহিনী ঘ পুলিশবাহিনী

২৩৬. কোনটি বিমূর্ত ধারণা? (জ্ঞান)
ক সরকার ● রাষ্ট্র গ জনগণ ঘ ভূখণ্ড

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩৭. 'ক' একটি দেশের সরকার। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে 'ক' যে ধরনের কাজ করবে– (প্রয়োগ)
i. আইন প্রণয়ন ii. শাসন পরিচালনা
iii. বিচার–সংক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩৮. রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে সামাজিক জীবন ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অরাজকতাপূর্ণ ii. স্বার্থপর
iii. অচল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ পরিবারের কার্যাবলি

রমজান সাহেবের স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান মিশুকে নিয়ে তার পরিবার। তিনি মিশুকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করেছেন এবং বাসায় ঠিকমতো পড়াশোনার তদারকি করেন। তাঁর স্ত্রী ছেলেকে প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছে দেন এবং ছুটি হলে সাথে করে বাসায় নিয়ে আসেন। তিনি ছুটির দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়াতে যান। [স. বো. '১৬]

ক. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কী? ১
খ. পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রমজান সাহেবের স্ত্রী পরিবারের কোন কাজটি সম্পন্ন করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রমজান সাহেবের ছুটির দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব।

খ পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা মিটিয়ে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদিত হয়।

গ রমজান সাহেবের স্ত্রী পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন করছেন। উদ্দীপকে রমজান সাহেবের স্ত্রী ছেলেকে প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছে দেন এবং ছুটি হলে সাথে করে বাসায় নিয়ে আসেন। এখানে যদিও রমজান সাহেবের স্ত্রী সন্তান মিশুকে নিজে লেখাপড়া শেখান না, তিনি স্কুলে সন্তানকে আনা নেওয়া করে সন্তানের সুশিক্ষার ব্যবস্থাই করছেন। অর্থাৎ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তানের শিক্ষা লাভ। উপরন্তু পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভ করাও শিক্ষামূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। মিশু তার মায়ের সাথে প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে নিয়মানুবর্তিতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি অবশ্যই শিখবে। এ প্রেক্ষিতেই বলা যায়, রমজান সাহেবের স্ত্রী পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন করছেন।

ঘ রমজান সাহেবের ছুটির দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে। এসব কাজের মধ্যে বর্তমানে বিনোদনমূলক কাজের গুরুত্ব বাড়ছে। বিশেষ করে আজকের দিনে সুস্থ বিনোদন অত্যন্ত গুরুত্ববহ হয়ে পড়েছে। কেননা বিভিন্নভাবে নানা ধরনের কুরুচিপূর্ণ বিনোদন সমাজকে ঘিরে ফেলেছে। বস্তুত পরিবারই বিনোদনের প্রধান কেন্দ্র। পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, গানবাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিনোদন লাভ করি। উদ্দীপকে রমজান সাহেবও ছুটির দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়াতে যান। তার এ কাজটি পরিবারের বিনোদনমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে তার এ কাজটি পরিবারের সকল সদস্যের বিনোদনের চাহিদা পূরণ করে।

সুতরাং পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে রমজান সাহেবের ছুটির দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর গুরবত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন– ২ ▸▸ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও পরিবারের কার্যাবলি

সৈয়দ শফিক আহমেদ তার পুত্র সৈয়দ সৈকত আহমেদকে বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নিয়ে আসেন। প্রধান শিৰক সৈকত আহমেদের মাতার নাম ভর্তি বহিতে লিপিবদ্ধ করতে চাইলে তিনি বলেন, আমার ছেলে আমার পরিচয়ে পরিচিত হবে। প্রধান শিৰক বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর তিনি সৈকত আহমেদের মায়ের নামটি ভর্তি বহিতে লিপিবদ্ধ করেন। [স. বো. '১৫]

ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. খুলনা রাষ্ট্র নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সৈয়দ শফিক আহমেদের সন্তান তার পরিচয়ে পরিচিত হওয়া কোন শ্রেণিভুক্ত পরিবারকে বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সৈয়দ আহমেদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা পরিবারের একটি আংশিক কাজ মাত্র।"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Civics।

খ খুলনার সার্বভৌম ৰমতা নেই বলে খুলনা রাষ্ট্র নয়। যেকোনো রাষ্ট্র গঠনের জন্য চারটি উপাদান প্রয়োজন। যথা: জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। খুলনা শহরে জনসমষ্টি রয়েছে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডও আছে এবং স্থানীয় সরকার হিসেবে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। তবে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সার্বভৌমত্ব নেই। তাই খুলনা রাষ্ট্র নয়।

গ সৈয়দ শফিক আহমেদের সন্তান তার পরিচয়ে পরিচিত হওয়া যে শ্রেণির পরিবারকে বোঝায় তাহলো পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। বংশ গণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশপরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতা পরিবারে নেতৃত্ব দেন। উদ্দীপকেও দেখা যায়, সৈয়দ শফিক আহমেদ তার পুত্র সৈয়দ সৈকত আহমেদকে বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নিয়ে আসলে প্রধান শিৰক সৈকত আহমেদের মাতার নাম ভর্তি বহিতে লিপিবদ্ধ করতে চান। তখন সৈয়দ শফিক আহমেদ বলেন, আমার ছেলে আমার পরিচয়ে পরিচিত হবে। সৈয়দ শফিক আহমেদের এ বক্তব্য পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকেই নির্দেশ করে।

ঘ সৈয়দ আহমেদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা পরিবারের একটি আংশিক কাজ মাত্র। পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে। এ লৰে পরিবার সাধারণত যেসব কাজ করে থাকে তাহলো– জৈবিক কাজ, শিৰামূলক কাজ, অর্থনৈতিক কাজ, রাজনৈতিক কাজ, মনস্তাত্ত্বিক কাজ ও বিনোদনমূলক কাজ। উদ্দীপকে বর্ণিত সৈয়দ শফিক আহমেদ তার পুত্র সৈয়দ সৈকত আহমেদকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। তার এ কাজটি পরিবারের শিৰামূলক কাজ। এ কাজটি ব্যতীত পরিবারের অন্যান্য আরও কাজ রয়েছে। সন্তান জন্মদান ও লালনপালন করা পরিবারের অন্যতম কাজ। পরিবারের এ ধরনের কাজকে জৈবিক কাজ বলা হয়। পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিৰা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এটি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ। পরিবার যুক্তি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিৰা দেয়, যা পরিবারের সদস্যদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। এভাবে পারিবারিক শিৰা ও নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে পরিবারেই শিশুর রাজনৈতিক শিৰা শুরব হয়। আবার পরিবার মায়ামমতা, স্নেহ–ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। এছাড়া পরিবার থেকে শিশু উদারতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণগুলো শিৰা লাভ করে, যা তাদের মানসিক দিককে সমৃদ্ধ করে। এছাড়া পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প–গুজব, হাসি–ঠাট্টা, গান–বাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা বিনোদন লাভ করে। পরিশেষে বলা যায় যে, সৈয়দ আহমেদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা পরিবারের একটি আংশিক কাজ মাত্র এ শ্রোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ পরিবারের ধরন

মিমি তার বাবা–মার সাথে ঢাকার মিরপুরে থাকে। মিমির বাবা তাদের পরিবারের প্রধান ও তার ৰমতা, কর্তৃত্বে সব কাজ করা হয়। কিন্তু রনির পরিবারে তার মা প্রধান এবং তার পিতার তুলনায় মা বেশি ৰমতার অধিকারী। [বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. কখন সমাজ গড়ে ওঠে? ১
খ. সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের পরিবারগুলোর বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর রনির পরিবারের মতো পরিবার বাংলাদেশে খুব কম? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একদল লোক যখন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তখনই সমাজ গড়ে ওঠে।

খ সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষকে নিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। আর সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবন দান করে। সামাজিক মূল্যবোধ ও বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি জীবনের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে মানুষ সমাজ গড়ে তোলে।

গ উদ্দীপকের পরিবারগুলো হলো যথাক্রমে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। বংশ গণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশপরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতা পরিবারে নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবার এ ধরনের। অন্যদিকে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মায়ের বংশপরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হয় এবং মা পরিবারে নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশে গারোদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত মিমি তার বাবা–মার সাথে ঢাকার মিরপুরে থাকে। মিমির বাবা তাদের পরিবারের প্রধান এবং তার ৰমতা ও কর্তৃত্বে পরিবারের সব কাজ করা হয় যা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে রনির পরিবারের প্রধান হচ্ছেন তার মা এবং তিনি রনির পিতার তুলনায় বেশি ৰমতার অধিকারী যা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ রনির পরিবারের মতো পরিবার অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বাংলাদেশে খুব কম। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মায়ের বংশপরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হয় এবং মা পরিবারে নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশে গারোদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত রনির মা তাদের পরিবারের প্রধান। এ ধরনের পরিবারকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের পরিবার মূলত পিতৃতান্ত্রিক। আধুনিককালে উচ্চ শিৰিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে সমতার নীতি লৰ করা যায়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত হয় না। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পরিবারের ৰমতা বয়স্ক পুরবষ সদস্যের হাতে

থাকে। আর পরিবারের ৰমতা বলতে পরিবার পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৰমতাকে বোঝায়। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মাতাই পরিবারের প্রধান এবং সম্পত্তির অধিকারী। অর্থাৎ মেয়েরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পরিশেষে বলা যায়, রনির মা তার পিতার তুলনায় পরিবারে বেশি ৰমতার অধিকারী। তাদের পরিবারে মায়ের সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পায়। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার খুব কম।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ যৌথ ও একক পরিবার

আরিফ সামান্য চায়ের দোকানদার। তার পরিবারে স্ত্রী, সন্তান ছাড়াও রয়েছে মা–বাবা, ভাই–বোন। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। আরিফের বন্ধু হারবন সরকারি চাকরি পেয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে একমাত্র সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করছে।

[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

ক. কোনটিকে সভ্য জীবনযাপনের একটি আদর্শ স্থান বলা হয়? ১
খ. পরিবারের অদৃশ্যমান গুরবত্বপূর্ণ কাজটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আরিফ কোন ধরনের পরিবারের সদস্য তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'হারবন যে ধরনের পরিবারে বাস করে তা বর্তমান যুগের প্রত্যাশা'– যুক্তিসহ বিশেৱষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের একটি আদর্শ স্থান বলা হয়।

খ পরিবারের অদৃশ্যমান গুরবত্বপূর্ণ কাজটি হলো মনস্তাত্ত্বিক কাজ। পরিবার মায়ামমতা, স্নেহ–ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। নিজের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে ভাগাভাগি করে প্রশান্তি লাভ করা যায়। তাছাড়া পরিবার শিশুকে উদারতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণগুলো শিৰা দেয়, যা তাদের মানসিক বিকাশ ঘটায়।

গ আরিফ যৌথ পরিবারের সদস্য। পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার মা–বাবা ও ভাই–বোন নিয়ে গঠিত। আর যৌথ পরিবারে মা–বাবা, ভাই–বোন, দাদা–দাদি, চাচা–চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। উদ্দীপকে বর্ণিত চায়ের দোকানদার আরিফ তার স্ত্রী, সন্তান, মা–বাবা ও ভাইবোন নিয়ে একই পরিবারে বসবাস করে। পারিবারিক কাঠামো বিবেচনায় আরিফের বসবাসরত পরিবারটি হলো যৌথ পরিবার। কেননা, যৌথ পরিবারে মানুষ স্ত্রী–সন্তান, মা–বাবা ও ভাই–বোন নিয়ে একত্রে বসবাস করে। এ ধরনের পরিবার গঠিত হয় কয়েকটি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। তাই আরিফ যৌথ পরিবারের সদস্য তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঘ হারবনের বসবাসরত একক পরিবারের সংখ্যা বর্তমান সমাজে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারের দুটি ধরনের মধ্যে একটি হলো একক পরিবার। একক পরিবার মা–বাবা ও ভাই–বোন নিয়ে গঠিত হয়। তাই এ ধরনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম এবং আকারে ছোট। উদ্দীপকে বর্ণিত হারবন একজন সরকারি চাকরিজীবী। সে শহরে তার একমাত্র সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করছে। গঠন ও কাঠামো অনুযায়ী হারবনের পরিবারটি হলো একক পরিবার। বর্তমান আধুনিক সমাজে তাই একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। কেননা, কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমানে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে। ফলে, মা–বাবা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজনকে নিয়ে একত্রে বসবাস করা মানুষের পৰে সম্ভব হচ্ছে না। সময় ও বাস্তবতার প্রেৰিতে তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততি নিয়ে একক পরিবারে বসবাস করতে হচ্ছে। পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যার প্রেৰাপটে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে এবং একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিশেষে বলা যায় যে, হারবনের ন্যায় কর্মজীবী মানুষেরা প্রয়োজনের তাগিদেই একক পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে মানুষ একক পরিবারে বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। তাই বলা যায়, একক পরিবারে বসবাস করা বর্তমান যুগের প্রত্যাশা।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড

রাকিবের বাবা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চাকরি করেন। রাকিব রাষ্ট্র সম্পর্কে জানতে চেয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে– আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের তুলনায় ক্যালিফোর্নিয়ার আয়তন বেশি হলেও সেটাকে আমরা রাষ্ট্র বলি না কেন? তখন রাকিবের বাবা তাকে বলে, শুধু আয়তন বা ভূখণ্ড থাকলেই সেটাকে রাষ্ট্র বলা যায় না বরং রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এসব উপাদান অপরিহার্য।

[নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]

ক. রাষ্ট্র গঠনের উপাদান কয়টি? ১
খ. নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারের গঠন কেমন হয়? ২
গ. রাকিব রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে যে উপাদানটিকে অধিক গুরবত্ব দিয়েছে সেটি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্র নয়– রাকিবের বাবার উত্তরের পৰে তোমার যৌক্তিক মতামত তুলে ধর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র গঠনের উপাদান চারটি।

খ নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানেরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতা পরিবারের নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশে এ ধরনের পরিবারই বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মায়ের বংশ পরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হয় এবং মা পরিবারের নেতৃত্ব দেন। গারো সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

গ রাকিব রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে যে উপাদানটিকে অধিক গুরবত্ব দিয়েছে তা হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আবশ্যক। ভূখণ্ড বলতে একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও আকাশসীমাকে বোঝায়। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ছোট বা বড় হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। কোনো রাষ্ট্রের আয়তন খুব কম হতে পারে। আবার খুব বেশি হতে পারে। যেমন : গণচীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রের আয়তন বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বড়। উদ্দীপকে বর্ণিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়াও বাংলাদেশের তুলনায় আয়তনে বড়। আর এ কারণেই রাকিব তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাংলাদেশের তুলনায় আয়তনে বড় হওয়া সত্ত্বেও ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্র নয় কেন? রাকিবের এ জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই সে যে রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে অধিক গুরবত্ব দিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্র নয়– রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের অনুপস্থিতির প্রেৰিতে রাকিবের বাবার এ উত্তরটিকে আমি যৌক্তিক বলে মনে করি। রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত জনসমষ্টি যা কোনো সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এবং যার একটি স্বাধীন বা সার্বভৌম সরকার রয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হলো চারটি অপরিহার্য উপাদান। যেমন : জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। উদ্দীপকে বর্ণিত ক্যালিফোর্নিয়া নামক স্থানটিতে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট

ভূখণ্ড ও সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এ স্থানটির কোনো সার্বভৌম ৰমতা নেই। অর্থাৎ এটি অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রব নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব কোনো ৰমতা রাখে না। কেন্দ্রীয় ৰমতার ভিত্তিতেই এ রাজ্যটির সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। পরিশেষে বলা যায়, ক্যালিফোর্নিয়াতে রাষ্ট্র গঠনের তিনটি উপাদান রয়েছে। কেবল সার্বভৌমত্বের অভাবে ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্র নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য মাত্র।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ সামাজিক চুক্তি ও বল প্রয়োগ মতবাদ

শাওন ও সৌখিন দুই বন্ধু। তারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করছিল। শাওন বলল, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়। তাদের সামাজিক জীবনে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ অরাজকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। সৌখিন বলল, আমার মতে শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বল গোষ্ঠীকে গ্রাস করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে।

[রাজশাহী শিৰাবোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]

ক. পৌরনীতিকে কী বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ১
খ. মানুষ সমাজে বাস করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শাওনের বক্তব্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তিগত কোন মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সৌখিনের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে তার যথার্থতা বিশেৱষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

খ মানুষ নিজের প্রয়োজনেই সমাজে বাস করে। সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবন দান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে।

গ শাওনের বক্তব্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তিগত সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি উলেৱখযোগ্য মতবাদ হলো সামাজিক চুক্তি মতবাদ। এ মতবাদ অনুযায়ী, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত। তারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলত এবং প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে আইন অমান্য করলে শাস্তি দেওয়ার কোনো কর্তৃপৰ ছিল না। ফলে সামাজিক জীবনে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মানুষের জীবন কষ্টকর ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এ ছাড়া প্রকৃতির রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকাঙ্খা ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকৃতির রাজ্যের এ অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনাকালে শাওন বলে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়। তাদের সামাজিক জীবনে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ অরাজকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। শাওনের এ বক্তব্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সৌখিনের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো– বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়, সৃষ্টির শুরব থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত সৌখিনের বক্তব্য হলো– শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বল গোষ্ঠীকে গ্রাস করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। সৌখিনের এ বক্তব্য রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে নির্দেশ করে। কেননা বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদে বলা হয়, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ মতবাদে আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরব থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ মতবাদকে অযৌক্তিক, ভ্রান্ত ও ৰতিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন, শক্তির মাধ্যমেই যদি রাষ্ট্র টিকে থাকত তাহলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামরিক দিক থেকে দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারত না। আসলে শক্তির জোরে নয় বরং সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং টিকে থাকে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায় যে, সৌখিনের বক্তব্যে প্রতিফলিত হওয়া বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্র সৃষ্টির যথার্থ মতবাদ নয়।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ পৌরনীতি ও নাগরিকতা

রিয়াদ নবম শ্রেণির শিৰার্থী। তার প্রথম দিনের ক্লাসে শিৰক সুনাগরিকের গুণাবলি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতির ওপর আলোচনা করছিলেন। ক্লাস শেষে রিয়াদের মনে হলো একজন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার।

ক. একক পরিবার কাকে বলে? ১
খ. রাষ্ট্রের গুরবত্বপূর্ণ উপাদান কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের শিৰক কোন বিষয় পড়াচ্ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিয়াদের মতো তুমিও কি মনে কর যে, নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার? মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মা–বাবা ও ভাই–বোন নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে একক পরিবার বলে।

খ রাষ্ট্রের একটি গুরবত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার গঠিত হয় তিনটি বিভাগ নিয়ে। যথা: আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সরকারের গঠন সকল রাষ্ট্রের জন্য একই রকম হলেও রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূ প ভিন্ন ভিন্ন হয়।

গ উদ্দীপকে শিৰক পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় পড়াচ্ছিলেন। পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিজ্ঞান। তাছাড়া সুনাগরিকতার বৈশিষ্ট্য, সুনাগরিকতা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূর করার উপায়ও পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যাবলি পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উদ্দীপকের শিৰক সুনাগরিকতা, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় পড়াচ্ছিলেন, যা পৌরনীতি ও নাগরিকতার বিষয়বস্তু। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে শিৰক ক্লাসে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা দিচ্ছিলেন।

ঘ রিয়াদের মতো আমিও মনে করি যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায় এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীকে উত্তম ও সচেতন নাগরিক গোষ্ঠীতে পরিণত করা সম্ভব

হয়। রিয়াদের মনে শিবকের বক্তব্য শুনে যে উপলব্ধির সৃষ্টি হয়েছে তা যথেষ্ট যৌক্তিক। কারণ নাগরিক জ্ঞান ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রে বসবাস করা কারও পবে সম্ভব নয়। আধুনিক নাগরিকত্ববোধ অর্জনের জন্য মৌলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা জরবরি। পৌরনীতি ও নাগরিকতা পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান প্রভৃতি মৌলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। এছাড়া পৌরনীতি ও নাগরিকতা সাম্য, স্বাধীনতা ও সহনশীলতা শিবাদানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেবিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নাগরিকতার সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে প্রত্যেকেরই পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরবত্ব

জামাল মানিকগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। আজ তার জেলায় নির্বাচন হচ্ছে। এলাকার মানুষ সোৎসাহে তাদের ভোট প্রদান করলেও জামাল ভোট প্রদান করতে ভোট কেন্দ্রে যায়নি বরং প্রতিদিনের মতো আজও সে তার বেতের কাজেই ব্যস্ত থাকে। প্রতিবেশী হালিম তাকে ভোট দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যুত্তরে জামাল বলল 'গরিব মানুষের কোনো ভোট নাই।'

ক. ব্যাপক অর্থে পৌরনীতি কী? ১

খ. রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে সরকারের গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জামালের মাঝে কোন বিষয়ের জ্ঞানের অভাব পরিলবিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জামালকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে– তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর। উত্তরের পবে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাপক অর্থে পৌরনীতি হলো নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয়।

খ সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি গুরবত্বপূর্ণ উপাদান। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রকাশিত এবং বাস্তবায়িত হয়। সরকারের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা–অনিচ্ছা প্রকাশিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে। রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে সরকার গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ জামালের মাঝে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব পরিলবিত হয়। ভোটাধিকার যেমন প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের একটি গুরবত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার, ঠিক তেমনি সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয়াও ভোটাধিকারপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে একথা সত্য যে, আমাদের দেশের অনেক নাগরিক যথাযথ জ্ঞানের অভাবে ভোটপ্রদান থেকে নিজেকে বিরত রাখে। উদ্দীপকে উলিরখিত জামাল নিজ জেলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। তার মতে, গরিবের কোনো ভোটাধিকার নেই। জামালের এই কাজ ও ধারণা তার অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মৌলিক অধিকার ভোগ করি, তেমনি আমাদেরকেও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি অধ্যয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা যায়। উদ্দীপকের জামাল চরিত্রটির মাঝে এই পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব ছিল বলেই সে নির্বাচনে ভোট প্রদান থেকে বিরত থেকেছে। সুতরাং বলা যায়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব জামালের মাঝে পরিলবিত হয়েছে।

ঘ পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে অজ্ঞ জামালকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ সকল প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমানুষকে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং নিজের মধ্যে তা অনুশীলনের সুযোগ তৈরি করে দেয়। যা মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকে উলিরখিত অজ্ঞ জামালকে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জামালের মতো দেশের অজ্ঞ মানুষদের রাষ্ট্রপ্রদত্ত নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মৌলিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও মানুষকে শিবা দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, দেশের উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জামালের অনুরূ প জ্ঞানহীনদের নাগরিকের উক্ত অধিকার ও কর্তব্য ভোগ এবং তা পালনের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জামালকে একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে; তেমনি অন্যদিকে তাকে উক্ত অধিকার ও কর্তব্য অনুশীলন ও চর্চার সুযোগ তৈরি করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

গ্রীষ্মের ছুটিতে দীপা তার উপজাতি বান্ধবী প্রীতিদের বাড়িতে বেড়াতে গেল। প্রীতির সম্প্রদায়ের লোকজন দেখে সে মুগ্ধ হলো এবং তাদের পারিবারিক রীতিনীতি তাকে অনেক অবাক করল। সে লব করল, প্রীতিদের পরিবারে তার মা–ই সবকিছুতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, সে আরও জানতে পারল যে, এ সম্প্রদায়ের সন্তানরা মায়ের বংশপরিচয়ে পরিচিত হয়।

ক. বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পৌরনীতিকে কয়টি অর্থে আলোচনা করা যায়? ১

খ. রাষ্ট্র সৃষ্টির সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দীপার দেখা প্রীতিদের পরিবারটি কীরূ প পরিবারের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "প্রীতিদের পরিবার গড়ে ওঠার পেছনে বংশগণনা ও নেতৃত্বই সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে"– বিশেরষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পৌরনীতিকে দুটি অর্থে আলোচনা করা যায়।

খ রাষ্ট্র সৃষ্টির সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ হলো ঐশী মতবাদ। ঐশী মতবাদে বলা হয়– বিধাতা বা স্রষ্টা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক স্রষ্টার প্রতিনিধি এবং তিনি তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়। এ মতবাদ অনুসারে শাসক একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় প্রধান।

গ দীপার দেখা প্রীতিদের পরিবারটি মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পরিবার হলো এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠী যা সাধারণত বিবাহের মাধ্যমে মাতা–পিতা, তাদের এক বা একাধিক সন্তান এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে গঠিত। বংশগণনা ও নেতৃত্ব, পারিবারিক কাঠামো

এবং বিবাহ রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরিবার প্রথার প্রচলন সমাজে দেখা যায়, যার মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার অন্যতম। আমাদের দেশে গারো উপজাতির মধ্যে এই ধরনের পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। যা উদ্দীপকে আলোচিত বিষয়টি অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ প্রীতিদের পরিবার অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক পরিবার গড়ে ওঠার পেছনে বংশগণনা বা নেতৃত্বই সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। পরিবার হলো মানবসভ্যতার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা এমন কতকগুলো ব্যক্তির দ্বারা গঠিত যারা পরস্পর বৈবাহিক ও রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ। বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে পরিবারকে নানাভাবে শ্রেণিকরণ করা হলেও সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সংখ্যাই বেশি। উদ্দীপকে বর্ণিত দীপার গারো সম্প্রদায়ের বান্ধবী প্রীতির পরিবারটি যে মাতৃতান্ত্রিক প্রথায় গড়ে উঠেছে তার ভিত্তি হলো বংশগণনা ও নেতৃত্ব নীতি। কেননা, এই বংশগণনা ও নেতৃত্ব নীতির ভিত্তিতেই পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিতি পায় এবং পিতাই থাকে পরিবারের কর্তা। আর মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সকল কর্তৃত্ব মায়ের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং ছেলেমেয়েদের বংশানুক্রম মাতৃধারায় গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে পিতৃত্বের চেয়ে মাতৃত্ব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা যা সন্তানের বংশপরিচয় এবং পরিবারের নেতৃত্ব মায়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত প্রীতিদের পরিবারটি মাতৃতান্ত্রিক প্রথায় গড়ে ওঠার মূল কারণ হলো পরিবার পরিচালনায় এবং প্রীতিদের বংশপরিচয়ে তাদের মায়ের একাধিপত্য। তাই উপর্যুক্ত কারণেই প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটিকে আমি যথার্থ ও সত্য বলে মনে করি।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ পরিবারের শ্রেণিবিভাগে বংশগণনা ও নেতৃত্বনীতি

হিমেলের পরিবারের কর্তা হলেন তার বাবা। বাবার পরিচয়েই তারা পরিচিতি লাভ করেছে। পরিবারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিমেলের বাবার কথাই মুখ্য। তিনিই সন্তানদের সকল ব্যয়ভার এবং পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করেন। তাই যেকোনো প্রয়োজনের কথা হিমেল ও তার ভাইয়েরা বাবার কাছেই জানায়।

ক. গারোদের মধ্যে কোন ধরনের পারিবারিক কাঠামো দেখা যায়? ১

খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২

গ. হিমেলের পরিবারকে পরিবারের শ্রেণিবিভাগের কোন নীতির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হিমেলের পরিবার পরিবারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানে যথেষ্ট কি? তোমার মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গারোদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামো দেখা যায়।

খ পৌরনীতিকে নাগরিকতাবিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়। পৌরনীতিকে নাগরিকতাবিষয়ক বিজ্ঞান বলার কারণ নাগরিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন– পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সরকার ইত্যাদি সম্পর্কে পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়। এছাড়া পৌরনীতি নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে। এজন্য পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

গ হিমেলের পরিবারকে পরিবারের শ্রেণিবিভাগের 'বংশগণনা ও নেতৃত্ব' নীতির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। বংশ গণনা ও নেতৃত্ব নীতির ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশপরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতা পরিবারে নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবার এ ধরনের। অন্যদিকে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মায়ের বংশপরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হয় এবং মা পরিবারে নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশে গারোদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত হিমেলের পরিবারটি বংশগণনা ও নেতৃত্ব নীতির আলোকে গঠিত হয়েছে। কেননা বংশগণনা ও নেতৃত্ব নীতির অন্তর্ভুক্ত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশপরিচয়ে পরিচিত হয় এবং তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই পরিবার পরিচালিত হয় যা উদ্দীপকে বর্ণিত হিমেলের পরিবারের ধরনের সাথে সাদৃস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, হিমেলের পরিবারটি বংশগণনা ও নেতৃত্ব নীতির অন্তর্ভুক্ত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

ঘ হিমেলের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারটি পরিবারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানে যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি। সমাজস্বীকৃত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী–স্ত্রীর একত্রে বসবাস করাকে পরিবার বলে। আমাদের দেশে বংশগণনা ও নেতৃত্ব নীতি অনুসারে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের আধিক্য থাকলেও পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী এখানে একক ও যৌথ পরিবার এবং বৈবাহিক সূত্রানুযায়ী একপত্নীক ও বহুপত্নীক পরিবারের অস্তিত্বও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে একটি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা প্রদানে যথেষ্ট নয়। কেননা, পারিবারিক কাঠামো এবং বৈবাহিক সূত্রনীতি অনুযায়ী আমাদের দেশে যথাক্রমে একক ও যৌথ পরিবার এবং একপত্নীক ও বহুপত্নীক পরিবারের অস্তিত্বও লক্ষণীয়। উদ্দীপকে হিমেলের পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমে একটিমাত্র ধরন প্রতিফলিত হলেও পরিবারের অন্য ধরনগুলো এখানে অনুপস্থিত। এমনকি তার পরিবারটিতে বংশগণনা ও নেতৃত্ব নীতির দ্বিতীয় প্রকরণ মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থারও অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এছাড়া পাঠ্যবই হতে বৈবাহিক সূত্রে বহুপতি পরিবার সম্পর্কেও জানা যায়। যদিও এ ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব আমাদের দেশে নেই। কাজেই, পরিবারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানে হিমেলের পরিবার যথেষ্ট নয়। পরিশেষে বলা যায় যে, হিমেলের পরিবারটি পরিবার সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা প্রদানে অক্ষম। কেননা উক্ত পরিবারটি পরিবারের শ্রেণিকরণের বংশগণনা ও নেতৃত্ব নীতির অন্তর্ভুক্ত কেবল একটি পরিবার কাঠামোকে নির্দেশ করছে, যা পরিবারের শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে আংশিক ধারণাই প্রদান করে– পুরোপুরি নয়।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ পিতৃতান্ত্রিক ও যৌথ পরিবার

মুমেন ও মেহেদি দুই বন্ধু। মুমেনের পরিবারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত তার পিতাই গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে মেহেদির পরিবার এদিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এছাড়া মুমেন মা–বাবা, দাদা–দাদি ও অন্যান্য ভাই–বোনসহ একত্রে বসবাস করলেও মেহেদি শুধু বাবা–মা'র সাথেই বসবাস করে।

ক. ঐশী মতবাদে শাসক তার কাজের জন্য কার নিকট দায়ী থাকেন? ১

খ. পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মুমেনের ও মেহেদির পরিবার কী ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে ভিন্ন শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয়– তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐশী মতবাদে শাসক তার কাজের জন্য স্রষ্টার নিকট দায়ী থাকেন।

খ পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক কাজ। পরিবারের যে কাজগুলোর মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় সেগুলোই পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ। যেমন– নিজের সুখ–দুঃখ, আনন্দবেদনা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করা, সহমর্মিতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত মুমেনের পরিবারটি পিতৃতান্ত্রিক ও যৌথ প্রকৃতির; অন্যদিকে মেহেদির পরিবারটি মাতৃতান্ত্রিক ও একক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পারিবারিক কাঠামোর দিক দিয়ে পরিবারকে একক ও যৌথ পরিবার এবং বংশগণনা ও নেতৃত্বের দিক দিয়ে পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে ভাগ করা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, মুমেনের পরিবারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত তার পিতাই গ্রহণ করে থাকে, যা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে নির্দেশ করে। এছাড়া মুমেন তার মা–বাবা, দাদা–দাদি ও অন্যান্য ভাই–বোনসহ একত্রে বসবাস করে যা যৌথ পরিবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে মেহেদির পরিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৰেত্রে মুমেনের পরিবারের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অর্থাৎ তার পরিবারে মা–ই পরিবারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে যা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারকে নির্দেশ করে। আবার মেহেদি কেবল তার বাবা–মায়ের সাথেই বসবাস করে যা একক পরিবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কাজেই বলা যায়, মুমেনের পরিবার হতে মেহেদির পরিবার সম্পূর্ণরূ পে ভিন্ন প্রকৃতির।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত পরিবারগুলোর ৰেত্রে বংশগণনা ও নেতৃত্ব এবং পারিবারিক কাঠামোর দিক দিয়ে শ্রেণিবিভাগ পরিলৰিত হয়। বংশগণনা এবং নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানেরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতা পরিবারের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মায়ের বংশপরিচয়ে সন্তানেরা পরিচিত হয় এবং মা পরিবারের নেতৃত্ব দেন। পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার মা–বাবা ও ভাই–বোন নিয়ে গঠিত হয়। অন্যদিকে যৌথ পরিবারে মা–বাবা, ভাই–বোন, দাদা–দাদি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। মূলত যৌথ পরিবার কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি। উদ্দীপকে বর্ণিত মুমেনের পরিবারকে নেতৃত্বের দিক দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক এবং পারিবারিক কাঠামোর দিক দিয়ে যৌথ পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অন্যদিকে মেহেদির পরিবার মাতৃতান্ত্রিক এবং একক পরিবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে মূলত পরিবারের এই ভিন্ন শ্রেণিবিভাগগুলোই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸ পরিবারের শিৰামূলক কাজ

নাসরিন সুলতানা একজন গৃহিণী। তিনি ব্যক্তিজীবনে বেশি দূর লেখাপড়া করতে না পারলেও তার তিন ছেলেমেয়েকে প্রাতিষ্ঠানিক শিৰার পাশাপাশি সততা, শিষ্টাচার, উদারতা প্রভৃতির দীৰা দিয়েছেন। আজ তারা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাই নাসরিন সুলতানার মনে এখন আর কোনো দুঃখ নেই। কেননা তিনি নিজের অপূর্ণতা সন্তানদের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে পেরেছেন।

ক. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে কোন বিষয়টি? ১

খ. নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নাসরিন সুলতানার কার্যক্রমের সাথে পরিবারের কীরূ প কাজের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাসরিন সুলতানার উক্ত কাজের প্রেৰিতেই পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়– বিশেৱষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি আলোচনা করে।

খ অতীতে নাগরিকতা কীভাবে নির্ণয় করা হতো, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কেমন ছিল, এসব হলো নাগরিকতার অতীত বিষয়। আবার বর্তমান সময়ে নাগরিকতার ধরন যেমন: নাগরিকের মর্যাদা কীরূ প– এসব নাগরিকতার বর্তমান বিষয়। আর নাগরিকের অতীত ও বর্তমান অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করাই হলো নাগরিকতার ভবিষ্যৎ।

গ নাসরিন সুলতানার কার্যক্রমের সাথে পরিবারের শিৰামূলক কাজের সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা–বাবা, ভাই–বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির শিৰা লাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিৰামূলক কাজ। উদ্দীপকে দেখা যায়, গৃহিণী নাসরিন সুলতানা ব্যক্তিজীবনে বেশিদূর লেখাপড়া করতে না পারলেও তার তিন ছেলেমেয়েকে প্রাতিষ্ঠানিক শিৰার পাশাপাশি সততা, শিষ্টাচার, উদারতা প্রভৃতির দীৰা দিয়েছেন যা পরিবারের শিৰামূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বলা যায়, নাসরিন সুলতানার কার্যক্রমের সাথে পরিবারের শিৰামূলক কাজের মিল রয়েছে।

ঘ নাসরিন সুলতানার শিৰামূলক কাজের প্রেৰিতেই পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়। পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। পরিবারের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শিৰামূলক কাজ অন্যতম। উদ্দীপকে বর্ণিত নাসরিন সুলতানা তার সন্তানদের সততা, শিষ্টাচার, উদারতা প্রভৃতি দীৰা দেওয়ার মাধ্যমে পরিবারের প্রতি শিৰামূলক কাজ সম্পাদন করেছেন। শিশুদের প্রথম পাঠশালা হলো তার পরিবার। পরিবারই প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক শিৰার ব্যবস্থা করে থাকে। আর এ কারণেই শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বে পরিবারেই বর্ণমালার সাথে পরিচিত হয়। শিশুর প্রাথমিক শিৰার হাতেখড়ি হয় পরিবারের মধ্যেই। আর পরিবারে শিশুর প্রাথমিক শিৰা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা জীবনের প্রথম পাঠশালা বলা হয়। পারিবারিক শিৰার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। মানুষ আচার–আচরণ, ন্যায়–নীতি প্রভৃতি শিৰা পরিবার থেকেই অর্জন করে। পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবার হলো স্নেহ-মায়া-মমতা দ্বারা গঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানবজীবনে যত প্রকার কাজই করা হোক না কেন তার প্রত্যেক দিকেরই কিছু না কিছু শিৰা ব্যক্তি পরিবার থেকে পেয়ে থাকে। তাই পরিবার হলো মানবজীবনের শাশ্বত বিদ্যালয়।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ পরিবারের বিনোদন ও শিৰামূলক কার্যাবলি

লিজা ছুটির দিনে মায়ের সাথে শিশু পার্কে বেড়াতে যায়। সেখানে তার মায়ের সহকর্মীর সাথে দেখা হলে লিজা তাকে সালাম দেয় এবং বাসায় বেড়াতে আসতে বলে। লিজার ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হন। কারণ তার ছেলেমেয়েরা এভাবে কাউকে সালাম দেয় না। এতে তিনি উপলব্ধি করেন, তার ছেলেমেয়েদেরকেও অবসর সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এবং শিষ্টাচার শিৰা দেওয়া উচিত।

ক. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ কোনটি? ১

খ. পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন সম্ভব? ২

গ. উদ্দীপকে পরিবারের কোন কাজগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে?

ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ছাড়াও পরিবারের আরও কাজ রয়েছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ হচ্ছে ঐশী মতবাদ।

খ পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের সব দিক সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয়। পৌরনীতি পাঠ নাগরিককে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা দেয়। এছাড়া রাষ্ট্রের শাসন কাঠামো, নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

গ উদ্দীপকে পরিবারের বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক কাজের ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে থাকে। উদ্দীপকে দেখা যায়, লিজার মা লিজাকে শিশু পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায়। এটি পরিবারের বিনোদনমূলক কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা পরিবারের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া, গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, টিভি দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনোদন লাভ করা যায়। এছাড়া বড়দেরকে সালাম দেওয়ার মাধ্যমে পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। যে বিষয়টি লিজার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। পরিবারে মা–বাবা ও ভাই–বোনদের পারস্পরিক সহায়তায় মানুষ সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির শিক্ষা লাভ করে থাকে। আর এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পরিবারের বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক কাজ ছাড়াও পরিবার আরও কতকগুলো কাজ করে থাকে। উদ্দীপকে পরিবারের বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক কাজের ইঙ্গিত রয়েছে। এ কাজগুলো ছাড়াও পরিবার সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য জৈবিক কাজ, অর্থনৈতিক কাজ, রাজনৈতিক কাজ ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্পাদন করে। সন্তান জন্মদান ও লালনপালন করা পরিবারের অন্যতম জৈবিক কাজ। আবার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এগুলো পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ। অনেক সময় পরিবার তার সদস্যদের বিবেক, বুদ্ধি ও আত্মসংযমের শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার সদস্যদের সুনাগরিক করে গড়ে তোলে। এছাড়া পারিবারিক বৈঠকে রাজনৈতিক আলোচনা ছেলেমেয়েদের রাজনীতি সচেতন করে তোলে। এগুলো পরিবারের রাজনৈতিক কাজ। পরিবারের যে কাজগুলোর মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় সেগুলোই পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ। যেমন : নিজের সুখ–দুঃখ, আনন্দবেদনা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করা, সহমর্মিতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি। পরিশেষে বলা যায়, পরিবারের সদস্যদের উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার উলিরখিত কাজগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে সম্পাদন করে থাকে।

প্রশ্ন– ১৪ পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি

ইলোরা নামক এক মানবশিশু দীর্ঘদিন যাবৎ বন্য পরিবেশে লালিত–পালিত হয়ে আসছে। হঠাৎ একদিন এক পর্যটকের সামনে পড়ে গেলে ঐ পর্যটক লক্ষ করেন, মানবশিশু হওয়া সত্ত্বেও সে স্বাভাবিক আচরণ করছে না। তখন তিনি শিশুটিকে বন থেকে এনে মানব পরিবেশে লালনপালন করতে থাকেন। অতঃপর ইলোরা স্বাভাবিক আচরণ রপ্ত করে। তার অধিকার, বুদ্ধি ও বিবেকবোধ জাগ্রত হতে থাকে। এছাড়া পারিবারিক পরিবেশ থেকে উদারতা, সহনশীলতা এসব গুণ শিক্ষালাভ করে, যা ইলোরার মানসিক দিককে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে।

ক. বিভিন্ন ধরনের মৌলিক চাহিদা পূরণ পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ১

খ. পরিবারের বিনোদনমূলক কাজ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইলোরার মানসিক দিককে সমৃদ্ধকরণে পরিবারের কোন কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইলোরার স্বাভাবিক আচরণ রপ্ত করার ক্ষেত্রে পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন ধরনের মৌলিক চাহিদা পূরণ পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।

খ পরিবারের যেসব কাজের মাধ্যমে আমরা আনন্দ বা বিনোদন পেয়ে থাকি সেগুলোকেই পরিবারের বিনোদনমূলক কাজ বলা হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প–গুজব, হাসি–ঠাট্টা, গান–বাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিনোদন লাভ করি। আর এগুলোই পরিবারের বিনোদনমূলক কাজ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ইলোরার মানসিক দিককে সমৃদ্ধকরণে পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি মায়ামমতা, স্নেহ–ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। নিজের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে ভাগাভাগি করে প্রশান্তি লাভ করে। পরিবার থেকে শিশুরা উদারতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণ শিক্ষালাভ করে, যা তাদের মানসিক দিককে সমৃদ্ধ করে থাকে। আর এগুলো হলো পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ। উদ্দীপকে বন্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানসিকভাবে অসুস্থ একটি শিশুকে পরিবারের স্বাভাবিক পরিবেশে এনে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। এখানে দেখা যায়, ইলোরা বন্য পরিবেশ থেকে পরিবারের স্বাভাবিক পরিবেশে এলে তার অধিকার, বুদ্ধি ও বিবেকবোধ জাগ্রত হতে থাকে। এছাড়া পারিবারিক পরিবেশে ইলোরা উদারতা, সহনশীলতা এবং অন্যান্য গুণগুলো শিক্ষালাভ করে, যা তার মানসিক দিককে সমৃদ্ধ করে।

ঘ ইলোরার স্বাভাবিক আচরণ রপ্ত করার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার হলো একটি শাশ্বত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারের বহুমুখী ভূমিকার কারণে একজন মানুষ সামাজিক ও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, ইলোরা নামক মানব শিশুটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্য পরিবেশে লালিতপালিত হওয়ায় মানবশিশুর মতো স্বাভাবিক আচরণ করছে না। ইলোরাকে বাড়িতে নিয়ে মানব পরিবেশে অর্থাৎ পারিবারিক পরিবেশে লালনপালন করা হয়। তখন সে স্বাভাবিক আচরণ রপ্ত করে। পারিবারিক পরিবেশে বসবাসের কারণেই ইলোরার বুদ্ধি ও বিবেকবোধ জাগ্রত হতে থাকে। এছাড়া ইলোরা পারিবারিক পরিবেশ থেকে উদারতা, সহনশীলতা এসব গুণ শিক্ষা লাভ করে যা তার মানসিক দিককে অনেকটা সমৃদ্ধ করে। ইলোরা যদি পারিবারিক পরিবেশে বসবাসের সুযোগ না পেত তাহলে তার পক্ষে এই স্বাভাবিক আচরণ শিক্ষা করা সম্ভব হতো না। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইলোরার স্বাভাবিক আচরণ রপ্ত করার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন– ১৫ সার্বভৌমত্ব

তাইওয়া চীনের আধুনিক একটি অঞ্চল। তাইওয়ায় ব্যাংক, বিমা, স্কুল–কলেজ, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং এগুলো পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকলেও তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না।

ক. নাগরিকতা কী? ১
খ. নগর–রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তাইওয়ায় রাষ্ট্র গঠনের কোন উপাদানের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত উপাদানটি রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান–উক্তিটির যৌক্তিকতা নিরূ পণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকতা হলো রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকের মর্যাদা।

খ নগর–রাষ্ট্রের ধারণা বেশ প্রাচীন। প্রাচীন গ্রিসে এ ধরনের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লৰ করা যায়। এ রাষ্ট্রে নাগরিক ও রাষ্ট্র ছিল অবিচ্ছেদ্য। ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে এ রাষ্ট্র গড়ে উঠত। যারা রাষ্ট্রীয় কাজে সরাসরি অংশ নিত তাদেরকে নাগরিক বলা হতো। শুধু পুরবষ শ্রেণি রাষ্ট্রের কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেত। দাস, মহিলা ও বিদেশিদের এ সুযোগ ছিল না।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তাইওয়ায় রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সার্বভৌমত্বের অভাব রয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্র চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এগুলো হলো : জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখÊ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এর মধ্যে সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এটি রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ৰমতা। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এ ৰমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। তাইওয়া অঞ্চলে জনসমষ্টি, ভূখÊ এবং সরকার বিদ্যমান। উদ্দীপকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা তাইওয়া অঞ্চলে ব্যাংক, বিমা, স্কুল–কলেজ, শিৰা প্রতিষ্ঠান এবং এগুলো পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপৰ রয়েছে। কিন্তু কেবল জনসমষ্টি, ভূখÊ এবং সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ তাইওয়ায় রাষ্ট্র গঠনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সার্বভৌমত্বের অভাব রয়েছে।

ঘ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ৰমতা বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসংগতভাবে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত ৰমতা কার্যকরী করার জন্য একটিমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপৰ থাকবে। আর এই ৰমতাই হলো সার্বভৌম ৰমতা। সার্বভৌমের আদর্শই হলো আইন। সার্বভৌমের আদর্শ বা আইন মানতে সকলেই বাধ্য। সার্বভৌম ৰমতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুইটি দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের সাহায্যে রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আদেশ–নির্দেশ জারির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংস্থার ওপর কর্তৃত্ব করে। অন্যদিকে, বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখÊ ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌম ৰমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত তাইওয়ার ৰেত্রেও দেখা যায়। যতদিন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্ব থাকবে। সরকারের পরিবর্তন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্বকে নষ্ট করে না। সুতরাং বলা যায়, সার্বভৌমত্ব উপাদানটি রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান–উক্তিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন– ১৬ জনসমষ্টি

গত শীত মৌসুমে বেড়াতে গিয়ে নদীর ধারে একটি চরের দৃশ্য চোখে পড়ল মিথিলার। সে দেখল চরটির চারপাশে বাঁধ দেওয়া রয়েছে। এলাকাটির ওপর শহরের মানুষের কর্তৃত্ব ও ৰমতা রয়েছে। তবে এলাকাটিতে কেউ বসবাস করে না। অর্থাৎ কোনো মানুষ সেখানে চোখে পড়ল না।

ক. পরিবার কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১
খ. পৌরনীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চরটিকে কেন রাষ্ট্র বলা যায় না, তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, চরটিকে রাষ্ট্র বলা না গেলেও রাষ্ট্রের অংশ বলা যায়? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ পৌরনীতি বলতে সেই বিষয়কে বোঝায় যা নাগরিক ও নগর–রাষ্ট্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান দান করে। অর্থাৎ নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। ব্যাপক অর্থে বলা যায়, পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

গ রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান জনসমষ্টির অনুপস্থিতির কারণে উদ্দীপকের চরটিকে রাষ্ট্র বলা যায় না। একটি রাষ্ট্রের চারটি উপাদান থাকে। এগুলো হলো : জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখÊ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। মিথিলার দেখা চরটির চারপাশে বাঁধ দেওয়া রয়েছে, তাই এটি একটি ভূখÊ। এলাকাটির ওপর শহরের লোকদের কর্তৃত্ব ও ৰমতা রয়েছে। সরকার রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। সরকার গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখÊর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই বলা যায় এখানে সরকার আছে। এদিক থেকে ধরে নেওয়া যায়, শহরের লোকদের কর্তৃত্ব ও ৰমতা চরের ওপর নিরঙ্কুশ বা অপ্রতিরোধ্য। এৰেত্রে এটাকে সার্বভৌমত্ব বলা যায়। এ থেকে বোঝা গেল, চরটিতে রাষ্ট্র গঠনের জন্য অপরিহার্য চারটি উপাদানের মধ্যে তিনটি অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভূখÊ, সরকার, সার্বভৌমত্ব আছে, কিন্তু এখানে রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের একটি অর্থাৎ জনসমষ্টি নেই। তাই এটাকে রাষ্ট্র বলা যায় না।

ঘ উদ্দীপকের চরটিকে রাষ্ট্র বলা যায় না, তবে এটি রাষ্ট্রের অংশ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের চারটি উপাদান থাকে। সেগুলো হলো : জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে জনসমষ্টি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি রাষ্ট্রের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়। উদ্দীপকের চরটিতে জনসমষ্টি নেই, কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যক উপাদান নির্দিষ্ট ভূখÊ আছে। রাষ্ট্রের একটি গুরবত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সরকার। সরকার গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখÊর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দীপকের চরটিতে এ কর্তৃত্ব আছে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ৰমতা। উদ্দীপকের চরটিতে শহরের লোকদের এ ৰমতা আছে। উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের চরটিতে রাষ্ট্র গঠনের সবগুলো উপাদান পাওয়া যায় না, তাই এটি রাষ্ট্র নয়। তবে তিনটি উপাদান নিয়ে চরটি অবশ্যই একটি রাষ্ট্রের অংশ।

প্রশ্ন– ১৭ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশী মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনায় জামিল সাহেব বলেন, পৃথিবীতে সমগ্র সৃষ্টির মালিক একজন স্রষ্টা। এই হিসেবে বিধাতা বা স্রষ্টাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। আরমান সাহেব এটার সাথে একমত নন। তিনি মনে

করেন, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সৃষ্টির পিছনে ঐতিহাসিক প্রেৰাপট খুবই গুরবত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে তিনি বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও সর্বশেষ সুদানের কথা উলেৱখ করেন।

ক. রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ ৰমতাকে কী বলা হয়? ১
খ. বৈবাহিক সূত্রে পরিবারের ধরন কীরূ প? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে জামিল সাহেবের মতামতটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত আরমান সাহেবের বক্তব্যে ফুটে ওঠা মতবাদটিই সর্বাপেৰা গুরবত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত– পেৰে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ ৰমতাকে সার্বভৌমত্ব বলা হয়।

খ বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে তিন ধরনের পরিবার দেখা যায়। যথা : একপত্নীক, বহুপত্নীক ও বহুপতি পরিবার। একপত্নীক পরিবারে একজন স্বামীর একজন স্ত্রী থাকে। বহুপত্নীক পরিবারে একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে। অন্যদিকে, বহুপতি পরিবারে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে।

গ জামিল সাহেবের মতামতটিতে ঐশী মতবাদ বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের প্রতিফলন রয়েছে। ঐশী মতবাদটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এ মতবাদে বলা হয়– বিধাতা বা স্রষ্টা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক তার প্রতিনিধি এবং তিনি তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়। শাসক যেহেতু স্রষ্টার নির্দেশে কাজ করে, সেহেতু শাসকের আদেশ অমান্য করার অর্থ বিধাতার নির্দেশ অমান্য করা। এ মতবাদ অনুসারে শাসক একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় প্রধান। উদ্দীপকে দেখা যায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনায় জামিল সাহেব বলেন, পৃথিবীতে সমগ্র সৃষ্টির মালিক একজন স্রষ্টা। এ হিসেবে বিধাতা বা স্রষ্টাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন যা রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদকে নির্দেশ করে।

ঘ আরমান সাহেবের বক্তব্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের ইঙ্গিত রয়েছে। আরমান সাহেব মনে করেন, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সৃষ্টির পিছনে ঐতিহাসিক প্রেৰাপট খুবই গুরবত্বপূর্ণ এবং তিনি উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও সুদানের কথা উলেৱখ করেন যা ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদকে নির্দেশ করে। আর এ মতবাদটিই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সর্বাপেৰা গুরবত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত অন্যান্য মতবাদের মধ্যে ঐশী মতবাদকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিপজ্জনক, অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলে সমালোচনা করেছেন। বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে অযৌক্তিক, ভ্রান্ত ও মারাত্মক বলে সমালোচনা করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা। আবার সামাজিক চুক্তি মতবাদটিকে তারা অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন, অবিশ্বাস্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মতবাদটিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. গার্নার বলেন, 'রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বল প্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে।' এ মতবাদের মধ্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে তাই বলা যায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদই সর্বাপেৰা গুরবত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। যা উদ্দীপকে বর্ণিত আরমান সাহেবের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন– ১৮ সরকার

বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনিই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। তিনি তার মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে দেশ পরিচালনা করেন। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় তিনিই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ক. 'আমিই রাষ্ট্র' কে বলতেন? ১
খ. বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুসারে কীভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের বর্ণনায় রাষ্ট্রের সাথে অপর কোন বিষয়টির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টিকেও কি রাষ্ট্র বলা যাবে? উত্তরের পেৰে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই বলতেন 'আমিই রাষ্ট্র।'

খ বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। এ মতবাদ অনুসারে সমাজের শক্তিশালীরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলদের ওপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। সৃষ্টির শুরব থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনায় রাষ্ট্রের সাথে সরকার নামক বিষয়টির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনিই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। তিনি তার মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে দেশ পরিচালনা করেন। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় তিনিই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। যা রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান সরকারকে নির্দেশ করে। প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যেত না। তার প্রমাণ ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই। তিনি বলতেন আমিই রাষ্ট্র। বর্তমানে সরকার হলো রাষ্ট্র গঠনের একটি উপাদান মাত্র। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রৰা পায় সার্বভৌমত্বের গুণে। এই সার্বভৌমত্বের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব এবং বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বের গুণ দুটির বৈধতা পায় সরকারের মাধ্যমে। কিন্তু এই সরকার অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রকে দেখা যায় না। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকর্মের রূ প প্রকাশ পায় সরকারের মাধ্যমে। প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। তবে আধুনিককালে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যই সরকার গঠিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান হওয়ায় তাকে রাষ্ট্র বলা যাবে না। আধুনিককালে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান হিসেবে রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলোই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্র না বলার যৌক্তিকতা তুলে ধরে। যেমন :

রাষ্ট্র	সরকার
১. রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সংগঠন।	১. সরকার হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌম ৰমতা প্রয়োগকারী সর্বোচ্চ সংস্থা।
২. রাষ্ট্র গঠনের জন্য চারটি উপাদান অপরিহার্য।	২. সরকার রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম একটি উপাদান।
৩. রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা,	৩. সরকার একটি বাস্তব

রাষ্ট্র	সরকার
একে কেবল অনুভব করা যায়।	প্রতিষ্ঠান। এর কার্যক্রম প্রত্যৰ করা যায়।
৪. রাষ্ট্রের বিরবদ্ধে কোনো অনাস্থা জ্ঞাপন করা যায় না।	৪. সরকারের বিরবদ্ধে জনগণ যৌক্তিক কারণে অনাস্থা জ্ঞাপন করতে পারে।
৫. রাষ্ট্র চিরন্তন ও অপেৰাকৃত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।	৫. সরকার সদা পরিবর্তনশীল।
৬. রাষ্ট্রের সার্বভৌম ৰমতা আছে।	৬. সরকারের সার্বভৌম ৰমতা নেই।

উপরিউক্ত পার্থক্যের আলোকে বলা যায়, সরকার রাষ্ট্র নয়। তবে রাষ্ট্র ব্যতীত সরকারের অস্তিত্ব অর্থহীন। আর সরকার ব্যতীত রাষ্ট্রে অস্তিত্ব অকল্পনীয়। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ পৌরনীতি ও নাগরিকতার প্রাচীন ও আধুনিক ধারণার পার্থক্য

তন্ময় নবম শ্রেণির ছাত্র। সে পৌরনীতি ও নাগরিকতার ভিন্ন সময়ের ধারণার প্রেৰিতে দুটি ছক তৈরি করেছে। ছক দুটি নিম্নরূপ :

'ক' সময়কালীন ধারণা	'খ' সময়কালীন ধারণা
১. নাগরিক ও নগর–রাষ্ট্র ছিল অবিচ্ছেদ্য।	১. বৃহৎ আকারের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. কেবল পুরবষ শ্রেণি রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করত।	২. নারী ও পুরবষ রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।
৩. ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে নগর–রাষ্ট্র গঠিত হতো।	৩. নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় অধিকার ও কর্তব্য পালন করে থাকে।

ক. বাংলাদেশের ৰেত্রফল কত বর্গকিলোমিটার? ১
খ. পরিবারে শিশুর রাজনৈতিক শিৰা শুরব হয় কীভাবে? ২
গ. তন্ময়ের তৈরিকৃত ছক দুটিতে পৌরনীতি ও নাগরিকতার কোন বিষয়টির পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ছক দুটির 'ক' সময়কালীন ধারণার চেয়ে 'খ' সময়কালীন ধারণা অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করেছে– বিশেৱষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের ৰেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

খ পরিবারে সাধারণত বাবা–মা কিংবা বড় ভাই–বোন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। ছোটরা তাদের আদেশ–নির্দেশ অনুসরণ বা মান্য করে চলে। তারাও ছোটদের অধিকার রৰায় কাজ করেন এবং বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিৰা দেন, যা ছোটদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। এভাবে পারিবারিক শিৰা ও নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে পরিবারে শিশুর রাজনৈতিক শিৰা শুরব হয়।

গ তন্ময়ের তৈরিকৃত ছক দুটিতে পৌরনীতি ও নাগরিকতার প্রাচীন ও আধুনিক ধারণার পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছে। ছকে উলিৱখিত 'ক' সময়কালীন ধারণার মধ্যে দেখা যায়, সে সময়ে ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে নগর–রাষ্ট্র গঠিত হতো এবং উক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাজে কেবল পুরবষরাই অংশগ্রহণ করত যা প্রাচীন গ্রিসের নগর–রাষ্ট্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সে সময়ে যারা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করত অর্থাৎ পুরবষ শ্রেণি তাদেরকেই শুধু নাগরিক বলা হতো। আর এ বিষয়গুলো হলো পৌরনীতি ও নাগরিকতার প্রাচীন ধারণা। 'খ' সময়কালীন ধারণার মধ্যে দেখা যায়, এখানে বড় আকারের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং এ ধরনের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাজে নারী–পুরবষ সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া এ ধরনের রাষ্ট্রে নারী–পুরবষ নির্বিশেষে সবাই নাগরিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যা বর্তমানকালের রাষ্ট্রগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণে বলা যায় 'খ' সময়কালীন ধারণার মধ্যে পৌরনীতি ও নাগরিকতার আধুনিক ধারণার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ তন্ময়ের তৈরিকৃত ছক দুটির মধ্যে 'ক' অর্থাৎ পৌরনীতি ও নাগরিকতার প্রাচীন কালের ধারণা এবং 'খ' অর্থাৎ পৌরনীতি ও নাগরিকতার আধুনিককালের ধারণা থেকে বলা যায়, আধুনিককালের ধারণা অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করেছে। প্রাচীনকালের রাষ্ট্র ছিল আকারের দিক থেকে ছোট এবং সেখানে দাস, মহিলা ও বিদেশিদের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। এমনকি তাদেরকে নাগরিকও বলা হতো না। কেবল পুরবষ শ্রেণি রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করত যা ছক 'ক' এ লৰ করা যায়। 'খ' ছকে আধুনিক সময়কালীন ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। আধুনিককালের ধারণার ৰেত্রে দেখা যায়, এ সময়কার রাষ্ট্রগুলো বৃহৎ আকৃতির এবং এখানে নারী–পুরবষ সবাই রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া এসব রাষ্ট্রের সবাই নাগরিক হিসেবে নাগরিক অধিকার ভোগ করে। ১৮ বছর পূর্ণ হলে সকল নাগরিক রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে। যেমন : ভোট দান কিংবা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ ইত্যাদি। উপরিউক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে, পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ক 'খ' সময়কালীন ধারণাই অধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন– ২০ ▸▸ পরিবারের শ্রেণিবিভাগ

শিৰক শ্রেণিকৰে পরিবারের শ্রেণিবিভাগের একটি ছক তৈরি করতে বললে তৌফিক নিম্নোক্ত ছকটি তৈরি করে শিৰককে দেখায়–

নীতি/ভিত্তি	পরিবারের নাম
১. বংশগণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে	১. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ২. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার
২. পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে	১. বহুপতি পরিবার ২. একক পরিবার
৩. বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে	১. একপত্নীক পরিবার ২. বহুপত্নীক পরিবার

ক. মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে কে নেতৃত্ব দেন? ১
খ. রাষ্ট্র গঠনের ৰেত্রে নির্দিষ্ট ভূখÊর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তৌফিকের তৈরিকৃত ছকটির অসঙ্গতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ছকটিকে কি তুমি পূর্ণাঙ্গ ছক বলে আখ্যায়িত করবে? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মা নেতৃত্ব দেন।

খ রাষ্ট্র গঠনের একটি উলেৱখযোগ্য উপাদান হচ্ছে নির্দিষ্ট ভূখÊ। রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখÊ আবশ্যক। ভূখÊ বলতে একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও আকাশসীমা বোঝায়। রাষ্ট্রের ভূখÊ ছোট বা বড় হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট ভূখÊ ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। তাই রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখÊ অত্যাবশ্যক।

গ তৌফিকের তৈরিকৃত ছকটিতে পারিবারিক কাঠামো এবং বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবারের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, তাতে অসঙ্গতি রয়েছে। তৌফিকের তৈরিকৃত ছকে দেখা যায়, পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে বহুপতি পরিবার ও একক পরিবার হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কেননা পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে একক পরিবার ও যৌথ পরিবার এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। আবার বৈবাহিক সূত্রে পরিবারকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু ছকে দুই ভাগের কথা উলেরখ করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, তৌফিকের তৈরিকৃত ছকটিতে যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে।

ঘ উক্ত ছকটিকে আমি পূর্ণাঙ্গ ছক বলে আখ্যায়িত করব না। পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করার কতগুলো নীতি রয়েছে। এগুলো হলো : ১. বংশ গণনা ও নেতৃত্ব, ২. পারিবারিক কাঠামো এবং ৩. বৈবাহিক সূত্র। তৌফিক উক্ত নীতিগুলোর ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বংশগণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেটা ছকে বর্ণিত হয়েছে। আবার পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা: ১. একক পরিবার ও ২. যৌথ পরিবার। কিন্তু ছকে বিষয়টি যথার্থভাবে উলেরখ করা হয়নি। ছকে তৌফিক পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে বহুপতি পরিবার ও একক পরিবার হিসেবে ভাগ করেছে। এছাড়াও বৈবাহিক সূত্রে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. একপত্নীক, ২. বহুপত্নীক ও ৩. বহুপতি পরিবার। এ বিষয়টি তৌফিক ছকে উলেরখ করেনি। সে কেবল একপত্নীক ও বহুপত্নীক এ দুটি পরিবারের কথা উলেরখ করেছে। তাই উপরিউক্ত আলোচনার প্রেরিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উলিরখিত পরিবারের শ্রেণিবিভাগের ছকটি পূর্ণাঙ্গ নয়।

প্রশ্ন– ২১ ▸▸ সমাজ

রূ পসা গ্রামে প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান হলেও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এখানে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহানুভূতির ভিত্তিতে বসবাস করে। কারও বিপদে–আপদে তারা দলগতভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাদের মধ্যে আদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও দলবদ্ধভাবে বসবাসের ফলে তাদের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

ক. বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবার কয় ধরনের? ১
খ. পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রূ পসা গ্রামের বর্ণনায় কীসের ধারণা পরিলরিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ধারণার সাথে পরিবারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য– মূল্যায়ন কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের।

খ পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা : একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার মা–বাবা ও ভাই–বোন নিয়ে গঠিত। এ ধরনের পরিবার ছোট হয়। অন্যদিকে, যৌথ পরিবারে বাবা–মা, ভাই–বোন, দাদা–দাদি, চাচা–চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বসবাস করে। যৌথ পরিবার বড় পরিবার। বাংলাদেশে উভয় ধরনের পরিবার দেখা যায়। তবে বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে।

গ উদ্দীপকে রূ পসা গ্রামের বর্ণনায় সমাজের ধারণা পরিলরিত হয়েছে। সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ সমষ্টিকে বোঝায়, যারা কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়। অর্থাৎ একদল লোক যখন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তখনই সমাজ গঠিত হয়। সমাজের সদস্যদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য লরু করা যায়। যথা : ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা, ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া, সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি। উদ্দীপকের রূপসা গ্রামেও দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহানুভূতির ভিত্তিতে বসবাস করে। কারও বিপদে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও সবাই দলবদ্ধভাবে বসবাস করছে। ফলে তাদের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। যা মূলত সমাজের ধারণাকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজের সাথে পরিবারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়। অর্থাৎ একদল লোক যখন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখনই সমাজ গঠিত হয়। অন্যদিকে পরিবার হলো একটি আদি ও ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। এখানে লরণীয় যে, কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিবার গঠিত হয়, আর কয়েকটি পরিবার বা গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হয় সমাজ। তাই বলা যায়, ব্যক্তিকে নিয়ে পরিবার এবং পরিবারের সমষ্টিই হচ্ছে সমাজ। সমাজ পারিবারিক জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন মেটায়। সমাজ ব্যতীত পরিবার কল্পনা করা যায় না এবং পরিবার ব্যতীত সমাজকেও চিন্তা করা অসম্ভব। ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনের সামগ্রিক চাহিদা পূরণে সমাজের ভূমিকা অসামান্য। সমাজ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবন দান করে। সামাজিক মূল্যবোধ ও বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি জীবনের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে মানুষ তার প্রয়োজনেই পরিবার ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। সুতরাং বলা যায়, পরিবার ও সমাজ মানুষের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা দুটি পরিপূরক ধারণা, যাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিরাজমান।

প্রশ্ন– ২২ ▸▸ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড উপাদান

চীন দেশের সীমানা প্রাচীর পরিদর্শন করে খুবই কষ্ট পেল সৌমিত্র গোমেজ। তার কষ্টের কারণ, তার বসবাসের অঞ্চলের স্থলভাগের সীমানা নির্ধারিত নয়। জমিগুলোর মালিকানা নিয়ে রয়েছে পাশের অঞ্চলের সাথে বিরোধ। সৌমিত্র গোমেজ মনেপ্রাণে আশা করে, জাতিসংঘ তাদের এ সমস্যা সমধানে এগিয়ে আসবে অচিরেই। এছাড়া সেখানে একটি আদর্শ দেশের সবকিছুই উপস্থিত।

ক. 'সিভিস' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. সরকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সৌমিত্র গোমেজের অঞ্চলে রাষ্ট্রের যে উপাদানটি অনুপস্থিত তার ব্যাখ্যা প্রদান কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, সৌমিত্র গোমেজের অঞ্চলটিকে এতদসত্ত্বেও রাষ্ট্র বলা যায়? উত্তরের পরে যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সিভিস' শব্দের অর্থ নাগরিক।

খ সরকার বলতে রাষ্ট্রের পরিচালককে বোঝায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনটি বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত হয়। যথা : আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সরকারের গঠন সব রাষ্ট্রে একই রকম হলেও

রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূ প ভিন্ন হয়। যেমন : বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

গ সৌমিত্র গোমেজের অঞ্চলে রাষ্ট্রের যে উপাদানটি অনুপস্থিত তা হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। উদ্দীপকের সৌমিত্র গোমেজ যে অঞ্চলে বসবাস করে সে অঞ্চলের স্থলভাগের সীমানা নির্ধারিত নয়। জমিগুলোর মালিকানা নিয়ে পাশের অঞ্চলের সাথে বিরোধ রয়েছে। একথা থেকে বোঝা যায়, সৌমিত্র গোমেজের এলাকাটির ভূখÊ নির্দিষ্ট হয়নি। নির্দিষ্ট ভূখÊ একটি রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক উপাদান। রাষ্ট্র গঠনের জন্য আরও তিনটি উপাদান প্রয়োজন হয়। উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী সে তিনটি উপাদান সৌমিত্র গোমেজের বসবাসের এলাকায় বিদ্যমান আছে। একটি এলাকাকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া যায় তখন, যখন সেখানে চারটি উপাদান বিদ্যমান থাকে। উপাদানগুলো হলো জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। উদ্দীপকের সৌমিত্র গোমেজের এলাকাটি বিরোধপূর্ণ। একটি ভূখÊ আছে, কিন্তু এটি কার সেটি নির্দিষ্ট হয়নি। পাশের এলাকার সাথে সীমানা নিয়ে বিরোধ আছে। তাই এই এলাকায় বা অঞ্চলে রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদান যথাযথভাবে থাকলেও নির্দিষ্ট ভূখÊ অনুপস্থিত রয়েছে।

ঘ সৌমিত্র গোমেজের অঞ্চলটিকে রাষ্ট্র বলা যায় না। একটি রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান থাকে। এগুলো হলো : জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখÊ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এর যেকোনো একটি উপাদান না থাকলে তা রাষ্ট্র হতে পারে না। রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে জনসমষ্টি। জনসমষ্টি কম বা বেশি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি, ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১২১ কোটি এবং ব্রুনাইয়ে প্রায় দুই লৰ। রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখÊ আবশ্যক। এটিও কম বা বেশি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশের ৰেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। গণচীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রের ৰেত্রফল বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বড়। রাষ্ট্রের একটি গুরৰত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সরকার। সরকারই মূলত দেশের জনগণের পৰ থেকে রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনা করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ৰমতা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরৰত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে এমন ৰমতা যার মাধ্যমে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ সকল কর্তৃপৰকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তৰেপ থেকে মুক্ত থাকে। উদ্দীপকে বর্ণিত সৌমিত্র গোমেজের বসবাসের অঞ্চলটির জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব আছে কিন্তু ভূখÊ নিয়ে বিরোধ আছে। তাই এটি রাষ্ট্র নয়।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ পরিবার

করিম সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দাদা–দাদি, চাচা–চাচি, ভাই–বোনসহ একত্রে বসবাস করেন। তিনি একজন চাকরিজীবী মেয়েকে বিয়ে করেন। বর্তমানে তিনি শহরে বসবাস করছেন। তার একজন কন্যা সন্তান আছে। তার নাম রিয়া। বাবা–মা চাকরিতে চলে গেলে রিয়া গৃহ পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে থাকে। ফলে রিয়া কারো সাথে মিশে না এবং পড়াশুনায়ও মনোযোগী নয়। ডাক্তার বলেন, বাসায় একাকী থাকার কারণে রিয়ার এ অবস্থা।

ক. ম্যাকাইভার প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা লেখ। ১

খ. 'রাষ্ট্রের একটি গুরৰত্বপূর্ণ উপাদান সরকার'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. করিম সাহেবের পূর্বের পরিবার কী রকম তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রিয়ার মেধা ও মানসিক বিকাশের জন্য কোন ধরনের পরিবার উপযোগী বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাকাইভারের মতে, সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।

খ 'সরকার' রাষ্ট্রের একটি গুরৰত্বপূর্ণ উপাদান। 'সরকার' ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। একটি রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার গঠিত হয় তিনটি বিভাগ নিয়ে। যথা : আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সরকারের গঠন সকল রাষ্ট্রের একই রকমের হলেও রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূ প ভিন্ন ভিন্ন। যেমন : আমাদের দেশে সংসদীয় সরকার, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসন কাজই সরকার পরিচালনা করে থাকে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ অণু পরিবার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ যৌথ পরিবারের প্রকৃতি ও সামাজিকীকরণের ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৪ ▸▸ রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নূপুর বলে, সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কৃষি সমাজের উত্তরণের ফলে মানবসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবারের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাতে সম্পত্তি নিয়ে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের সংঘাত বেধে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সমাজের সকল মানুষের সম্মতিতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ঝুমুর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলে, যদি মানুষের সম্মতিতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতো, তবে মানুষের অসম্মতিতে তা ধ্বংস হতো। আসলে রক্তের সম্পর্ক, মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদি উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

ক. রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে কেন? ২

গ. নূপুরের বক্তব্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত যে মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি নূপুরের বক্তব্য অপেৰা ঝুমুরের বক্তব্যকে শ্রেয় মনে কর? তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

খ নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লৰ্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যেমন : পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। এদের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যাবলি পৌরনীতির আলোচনার অন্যতম অংশ। সমাজে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ রাষ্ট্রের উৎপত্তিসংক্রান্ত বলপ্রয়োগ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ঐতিহাসিক মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশেৰষণ কর।

প্রশ্ন– ২৫ ▸▸ পরিবার

ইমরান সামান্য চায়ের দোকানদার। তার পরিবারে স্ত্রী সন্তান ছাড়াও রয়েছে মা–বাবা, ভাই–বোন। সন্তানদের লেখাপড়া চালাতে তাকে বেগ পেতে হচ্ছে। ইমরানের বন্ধু শফিক সরকারি চাকরি পেয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে একমাত্র সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করছে।

ক. পৌরনীতিকে কী বলা হয়? ১

খ. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলতে কী বোঝ? ২

গ. ইমরান কোন ধরনের পরিবারের সদস্য তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমরান ও শফিকের পরিবারের কাঠামোগত পার্থক্য বিশ্লেষণ কর– কার পরিবার তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয়? মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিক বিষয়ক বিজ্ঞান।

খ বংশ গণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতাই পরিবারের নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবারই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ যৌথপরিবার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ অনু পরিবার সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৬ পৌরনীতি ও নাগরিকতা

সাবিহা দশম শ্রেণির মানবিক শাখার একজন ছাত্রী। সে ক্লাসে স্যারের আলোচনায় নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সংবিধান ও সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারে। এসব জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সে মানবিক শাখার ছাত্রী হিসেবে গর্ববোধ করে।

ক. ই. এম. হোয়াইট কোন দেশের দার্শনিক? ১

খ. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ই.এম. হোয়াইট পৌরনীতি সম্পর্কে কী বলেন? ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষক কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা করছিলেন? এর পরিধি ও বিষয়বস্তু কী ব্যাখ্যা কর? ৩

ঘ. মানবিক শাখার ছাত্রী হিসেবে সাবিহা কেন গর্ববোধ করে? আলোচনা কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই. এম. হোয়াইট ব্রিটিশ দার্শনিক।

খ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ই.এম. হোয়াইট পৌরনীতি সম্পর্কে বলেন, "পৌরনীতি হলো জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।"

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের পরিসর বা বিষয়বস্তু বর্ণনা কর।

ঘ পৌরনীতি ও নাগরিকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন– ২৭ পরিবার

আনোয়ার হোসেন তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েসহ ঢাকায় বাস করেন। হঠাৎ করে একদিন তার জ্বর আসল। মেয়ে সারারাত জেগে বাবার সেবা করল। ছেলে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসল। বাবার জন্য সবাই সারারাত জেগে থাকল। সকাল বেলা তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এতে তিনি প্রশান্তি লাভ করলেন।

ক. কোনটি রাষ্ট্র ছাড়া গঠিত হয় না? ১

খ. পরিবার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আনোয়ার হোসেনের পরিবারটি কী ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আনোয়ার হোসেনের অসুখে ছেলেমেয়েদের সেবা করা পরিবারের কোন ধরনের কাজ? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না।

খ পরিবার হচ্ছে সমাজের সেই আদিম ক্ষুদ্রতম এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যেখানে নারী–পুরুষ বিবাহের ভিত্তিতে একত্রে বসবাসের স্বীকৃতি পায় এবং উল্লিখিত স্বামী–স্ত্রীকে কেন্দ্র করে সন্তানাদি, ভাইবোন, বয়স্ক পিতামাতা প্রমুখ একত্রে বসবাস করতে পারে। ম্যাকাইভারের মতে, সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে। আমাদের দেশে সাধারণত মা–বাবা, ভাইবোন, চাচা–চাচি ও দাদা–দাদির সমন্বয়ে পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবার হলো স্নেহ, মায়ামমতা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ অণু পরিবার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ পরিবারের কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৮ পৌরনীতি ও নাগরিকতা

তাহের আলী অল্প শিক্ষিত। তিনি মাঝেমধ্যে বেতারে কিংবা টেলিভিশনে সংসদ কার্যক্রম শোনেন ও দেখেন। কিন্তু তিনি এসব কার্যক্রমের কোনো গুরুত্বই বুঝতে পারেন না। নির্বাচনে ইচ্ছে হলে ভোট দেন কিংবা দেন না। দেশের প্রয়োজনে যে নিজেকে প্রস্তুত থাকতে হয় তাও তার অজানা।

ক. নাগরিকতা কী? ১

খ. রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তাহের আলীর কোন বিষয়ের জ্ঞানের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তাহের আলীর দেশপ্রেম জাগ্রত করতে উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকের মর্যাদা।

খ রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মূলত রাষ্ট্র বলতে সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত, স্বাধীন জনসমষ্টিকে বোঝায়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের পরিধি বা বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর।

ঘ পৌরনীতি ও নাগরিকতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৯ পরিবার

জনাব মাসুদ ও তার স্ত্রী দুজনই চাকরিজীবী। তারা তাদের চার বছরের সন্তান মিমিকে একটি ডে–কেয়ার সেন্টারে রেখে যান। কর্মব্যস্ত মাসুদ ও তার স্ত্রী ছুটির দিনগুলোতে চিত্তবিনোদনের জন্য সন্তানকে নিয়ে পার্ক, রেস্তোরাঁ, স্টেডিয়ামে যান। ছুটির দিনগুলোতে মিমি তার বাবা–মাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়। তার বাবা–মাও তার সাথে গল্পের ছলে প্রাথমিক পাঠ, মূল্যবোধ, আচার–ব্যবহার ইত্যাদির শিক্ষা দেয়।

ক. পরিবার কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. সমাজ বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব মাসুদের পরিবারটি কোন পরিবারের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব মাসুদের পরিবারটি পরিবার ব্যবস্থার আদি কাজগুলোর পরিপন্থী" তুমি কি এর সাথে একমত? কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ জনসষ্টিকে বোঝায়, যারা কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়। অর্থাৎ একদল লোক যখন সাধারণ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখনই সমাজ গঠিত হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ অণু পরিবার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ পরিবারের কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ৩০ ▸▸ রাষ্ট্রের উৎপত্তি

যুবায়ের তার বন্ধু সালামকে বলল, আমি মনে করি দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। সালাম বলল, আমার মতে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে।

ক. ঐতিহাসিক মতবাদ সম্পর্কে গার্নার কী বলেছেন? ১

খ. শক্তি প্রয়োগ মতবাদ সম্পর্কে সমালোচকদের মতামত লেখ। ২

গ. যুবায়েরের বক্তব্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তিগত কোন মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও মতবাদ সম্পর্কে যুবায়ের ও সালামের মতামতের মধ্যে কোনটিকে তুমি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বল প্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক কর্মবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

খ সমালোচকদের মতে, শক্তি প্রয়োগ মতবাদ ভ্রান্ত ও মারাত্মক। কারণ শক্তির মাধ্যমেই যদি রাষ্ট্র টিকে থাকত, তাহলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামরিক দিক থেকে দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারত না। আসলে শক্তির জোরে নয় বরং সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং টিকে আছে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ঐতিহাসিক মতবাদের বর্ণনা দাও।

ঘ ঐতিহাসিক মতবাদ ও বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ৩১ ▸▸ পরিবারের কার্যাবলি

দশ বছরের কিশোরী হিমা তার পরিবারের মধ্যমণি। সে সারাক্ষণ পরিবারের সকল সদস্যের সাথে আড্ডা–গল্প–হাসিতে মেতে থাকে। কয়েকদিন হলো সে মনমরা হয়ে আছে এবং অযথা রাগারাগি ও মেজাজ দেখাচ্ছে। বিষয়টি তার বাবা–মা লক্ষ করেন। হিমার সাথে খোলামেলা আলাপ–আলোচনা করে এর সমাধান পাওয়া যায়। হিমা এখন আবার হাসিখুশি ও উৎফুল্ল।

ক. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ কয়টি? ১

খ. পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় পরিবারের কোন কাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, পরিবারের উক্ত কাজটি পরিবারের সদস্যদের মানসিক দিককে সমৃদ্ধ করে? তোমার মতামত দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৪টি।

খ পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে থাকে। পরিবারের এসব কাজের মধ্যে অর্থনৈতিক কাজ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণত পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন অর্থ উপার্জনমূলক কাজে জড়িত থেকে এসব মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে থাকে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ একটি পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ৩২ ▸▸ পরিবারের শ্রেণি বিভাগ

জাহিদ ও মনির সহপাঠী হলেও তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। জাহিদ বাবা–মা ও ভাইবোনদের সাথে বাস করে। মনিরও বাবা–মা, ভাইবোন, দাদা–দাদি ও চাচা–চাচির সাথে বাস করে। জাহিদ ও মনির নিজ নিজ পরিবারের অসুবিধা নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করে।

ক. মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কে? ১

খ. পরিবারের জৈবিক কাজ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জাহিদের পরিবার কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাহিদ ও মনিরের পরিবারের পার্থক্য আলোচনা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল।

খ একজন পুরুষ ও একজন মহিলার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান জন্মদান ও লালন–পালন করাকে পরিবারের জৈবিক কাজ বলে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ একক পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ একক ও যৌথ পরিবারের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 'সিভিস' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : 'সিভিস' শব্দের অর্থ নাগরিক।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কত বছরের নিচে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা যায় না?

উত্তর : ১৮ বছরের নিচে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা যায় না।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাংলাদেশের ক্ষেত্রফল কত?

উত্তর : বাংলাদেশের ক্ষেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ আমাদের দেশে গারোদের মধ্যে কোন ধরনের পরিবার দেখা যায়?

উত্তর : আমাদের দেশে গারোদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বর্তমান বাংলাদেশে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়?

উত্তর : বর্তমান বাংলাদেশে একক ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বেশি দেখা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর : বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কোন বিভাগ দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করে?

উত্তর : আইন বিভাগ দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা কোনটি?

উত্তর : সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কোথায় নাগরিক ও নগর–রাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য ছিল?

উত্তর : প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নগর–রাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য ছিল।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ পৌরনীতি মূলত কোন ধরনের বিজ্ঞান?

উত্তর : পৌরনীতি মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ 'রিপাবলিক' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তর : 'রিপাবলিক' গ্রন্থের রচয়িতা পেরটো।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ পরিবারের প্রধান কাজ কী?

উত্তর : পরিবারের প্রধান কাজ হলো সন্তান–সন্ততির জন্মদান ও লালনপালন করা।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : সিভিটাস শব্দের অর্থ নগর–রাষ্ট্র।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ প্রাচীন গ্রিসে যারা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিত তাদেরকে কী বলা হতো?

উত্তর : প্রাচীন গ্রিসে যারা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিত তাদেরকে নাগরিক বলা হতো।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ কয়টি নীতির ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়?

উত্তর : তিনটি নীতির ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ বংশগণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর : বংশগণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবার কয় প্রকার?

উত্তর : পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবার দুই প্রকার।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাকে বলে?

উত্তর : যে পরিবারে সন্তানরা পিতার পরিচয়ে পরিচিত হয় তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ বহুপত্নীক পরিবার কাকে বলে?

উত্তর : একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকাকে বহুপত্নীক পরিবার বলে।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ বহুপতি পরিবার কাকে বলে?

উত্তর : একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকাকে বহুপতি পরিবার বলে।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ কোন পরিবারে মা নেতৃত্ব দেন?

উত্তর : মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মা নেতৃত্ব দেন।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ কোন ধরনের পরিবার ছোট হয়ে থাকে।

উত্তর : একক পরিবার ছোট হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ সততার শিৰা মানুষ প্রথম কোথা থেকে পায়?

উত্তর : সততার শিৰা মানুষ প্রথম পরিবার থেকে পায়।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ শিশুর প্রাথমিক শিৰা কোথায় শুরব হয়?

উত্তর : শিশুর প্রাথমিক শিৰা পরিবারে শুরব হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য কার মাধ্যমে পরিচালিত হয়?

উত্তর : রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ পৃথিবীতে ছোট–বড় মোট কতটি রাষ্ট্র রয়েছে?

উত্তর : পৃথিবীতে ছোট–বড় মোট ২০০টি রাষ্ট্র রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ রাষ্ট্রের পরিচালক কে?

উত্তর : রাষ্ট্রের পরিচালক হচ্ছে সরকার।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ সরকারের কয়টি বিভাগ রয়েছে?

উত্তর : সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ কোন মতবাদ অনুসারে শাসক জনগণের নিকট দায়ী নয়?

উত্তর : ঐশী মতবাদ অনুসারে শাসক জনগণের নিকট দায়ী নয়।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ ঐশী মতবাদে শাসক তার কাজের জন্য কার নিকট দায়ী থাকেন?

উত্তর : ঐশী মতবাদে শাসক তার কাজের জন্য স্রষ্টার নিকট দায়ী থাকেন।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কোন মতবাদকে বিপজ্জনক, অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন?

উত্তর : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐশী মতবাদকে বিপজ্জনক, অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ কোন মতবাদে স্বৈরশাসন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা বেশি?

উত্তর : ঐশী মতবাদে স্বৈরশাসন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ কোন মতবাদ অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়?

উত্তর : বল প্রয়োগ মতবাদ অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ কোন মতবাদ অনুসারে জনসাধারণের পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে?

উত্তর : সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে জনসাধারণের পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৩৫ ॥ আইন প্রয়োগ করে সরকারের কোন বিভাগ?

উত্তর : আইন প্রয়োগ করে সরকারের শাসন বিভাগ।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূ প লেখ।

উত্তর : স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নাগরিকতার বিভিন্ন রূ প নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। আমরা যেখানে বাস করি, সেখানে আমাদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যেমন : ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি। ঠিক তেমনি নাগরিককে কেন্দ্র করে জাতীয় পর্যায়ে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে। তার মধ্যে শিৰামূলক কাজ অন্যতম। পরিবার হলো শিশুর প্রাথমিক পাঠশালা। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা–বাবা ও ভাই–বোনদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির শিক্ষা লাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐশী মতবাদের মূল বক্তব্য লেখ।

উত্তর : ঐশী মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ। এ মতবাদে বলা হয়– বিধাতা বা স্রষ্টা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক তার প্রতিনিধি এবং তিনি তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়। শাসক যেহেতু স্রষ্টার নির্দেশে কাজ করে, সেহেতু শাসকের আদেশ অমান্য করার অর্থ বিধাতার নির্দেশ অমান্য করা। এ মতবাদ অনুসারে শাসক একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তিনিই আবার ধর্মীয় প্রধান।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর : ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য হলো– রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো– রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সম্পর্কে ড. গার্নার বলেন, 'রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বল প্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।'

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর : রাষ্ট্রের বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো– বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ মতবাদে আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মানুষ সমাজে বসবাস করে কেন?

উত্তর : সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। সমাজ মানুষকে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ধৈর্যশীলতা, সৌজন্যবোধ ইত্যাদি শিক্ষা দান করে। এতে মানুষ, ব্যক্তি, রাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে নিজেকে উপযুক্ত করে প্রকাশ করতে পারে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে বলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজে বাস করে।

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মৌলিক অধিকার ভোগ করি, তেমনি আমাদেরও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন : রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, আইন মান্য করা, সঠিক সময়ে কর প্রদান করা, সন্তানদের শিক্ষিত করা, রাষ্ট্রের সেবা করা, সততার সাথে ভোটদান ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পরিবার বলতে কী বোঝ?

উত্তর : সমাজ স্বীকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী–স্ত্রীর একত্রে বসবাস করাকে পরিবার বলে। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরুষ ও মহিলা, তাদের সন্তানাদি, পিতামাতা এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে পরিবার বলে। ম্যাকাইভারের মতে, সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্রবর্গকে পরিবার বলে। মূলত পরিবার হলো স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবার কী ধরনের হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা : একক ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার মা–বাবা ও ভাই–বোন নিয়ে গঠিত হয়। এ ধরনের পরিবার ছোট হয়ে থাকে। যৌথ পরিবারে বাবা–মা, ভাই–বোন, দাদা–দাদি, চাচা–চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। যৌথ পরিবার বড় পরিবার। বাংলাদেশে উভয় ধরনের পরিবার রয়েছে। তবে বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। মূলত যৌথ পরিবার কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মূলত রাষ্ট্র বলতে সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত, স্বাধীন জনসমষ্টিকে বোঝায়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কেন?

উত্তর : নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যেমন : পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। এদের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যাবলি পৌরনীতির আলোচনার অন্যতম অংশ। সমাজে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ শক্তি প্রয়োগ মতবাদ সম্পর্কে সমালোচকদের মতামত লেখ।

উত্তর : সমালোচকদের মতে, শক্তি প্রয়োগ মতবাদ ভ্রান্ত ও মারাত্মক। কারণ শক্তির মাধ্যমেই যদি রাষ্ট্র টিকে থাকত, তাহলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামরিক দিক থেকে দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারত না। আসলে শক্তির জোরে নয় বরং সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং টিকে আছে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সমাজ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়। অর্থাৎ একদল লোক যখন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখনই সমাজ গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ সরকারের তিনটি বিভাগের কাজ উল্লেখ কর।

উত্তর : সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা : আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ দেশের প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করে। শাসন বিভাগ সেই আইন প্রয়োগ করে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। অন্যদিকে বিচার বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি দেয় এবং নিরপরাধীকে মুক্তি দিয়ে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ পরিবার কীভাবে অর্থনৈতিক চাহিদা মিটিয়ে থাকে?

উত্তর : পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পুরণের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটিরশিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন করে। এভাবে পরিবার সদস্যদের অর্থনৈতিক চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলতে কী বোঝ?

উত্তর : বংশগণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতা পরিবারের নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবারই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ যৌথ পরিবার বলতে কী বোঝ?

উত্তর : যৌথ পরিবার হচ্ছে সেই পরিবার সেখানে বাবা–মা, ভাই–বোন, দাদা–দাদি, চাচা–চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। মূলত যৌথ পরিবার হচ্ছে একাধিক একক পরিবারের সমষ্টি।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐশী মতবাদের মূল বক্তব্য লেখ।

উত্তর : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ঐশী মতবাদের মূল বক্তব্য হলো– বিধাতা বা স্রষ্টা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক তার প্রতিনিধি

এবং তিনি তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়। শাসক যেহেতু স্রষ্টার নির্দেশে কাজ করে, সেহেতু শাসকের আদেশ অমান্য করার অর্থ বিধাতার নির্দেশ অমান্য করা।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি উলেরখযোগ্য মতবাদ হলো ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য হলো– রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো– রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি উলেরখযোগ্য মতবাদ হলো বল প্রয়োগ মতবাদ। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো– বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ মতবাদে আরও বলা হয় যে, রাষ্ট্রের শুরব থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।